কারিতাস রবিবার
বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১১ ❖ ২৩ - ২৯ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

২৬শে মার্চ
স্বাধীনতা দিবস

আমরা কি তলিয়ে যাচ্ছি করাল অন্ধকারে!

আশার তীর্থযাত্রায় সকলের অংশগ্রহণ

ভালোবাসার রবিবার

এসো, বিশ্বাস ও আশায় একসাথে যাত্রা করি

"তোমরা ছিলে, তোমরা আছো, তোমরা থাকবে, আমাদের হৃদয় মাঝে"।

২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মতি ম্যাথিও পালমা (মাস্টার)
আগমন: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১৯ মে, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

"তোমাদের সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে তোমরা নেই
মন বলে তোমরা আছো"

তোমাদের আগমনে প্রকৃতির বীণায় বেজে উঠেছিল এক নতুন আহ্বানের সুর। সেই সুরে আমাদের সবার কণ্ঠ এক করে তোমাদেরকে নিবেদন করছি একরাশ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং প্রাণ নিংড়ানো প্রার্থনা। তোমাদের আদর্শ, পদচারণা, শাসন, সোহাগ, আদর, যত্ন, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা তা সবই আমাদের মানসপটে অনুরণিত হচ্ছে। তোমরা ছিলে আমাদের নিরাপদ আশ্রয়। তোমরা স্বর্গ থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমাদের রেখে যাওয়া আদর্শ অনুসরণ করে তোমাদের দেখানো পথে এগিয়ে চলতে পারি। তোমাদের সঠিক নির্দেশনাগুলো যেন হয় আমাদের চলার পথের পাথেয়। যেকোন অগ্নি-পরীক্ষায়ও যেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে এবং অপরিসীম নির্ভরতা রেখে এগিয়ে চলতে পারি জীবন চলার কঠিন বাস্তবতায়। স্বর্গীয় পিতা স্বর্গে তোমাদেরকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

৭ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ক্লারা ক্লেমেন্টিনা ছেড়াও
আগমন: ৬ মার্চ, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

স্মৃতির পাতায় ঊনত্রিশ

প্রয়াত সানি প্লাসিড পালমা
৭ম মৃত্যুবার্ষিকী
আগমন: ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ২৯ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

স্মৃতিতে অম্লান তুমি

প্রয়াত স্টিফেন গমেজ
৩য় মৃত্যুবার্ষিকী
আগমন: ২০ জুন, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তোমাদেরই একান্ত ভালোবাসায়
শোকাহত আমরা

জোনাথন, জেইভান, জিয়ানা, ড্যানিয়েলা, ইথান, নাথান, জোভানা, এথেনা, ডিলেন, ভিয়ান, জয়েস, সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ, টনি, লিমা- ডেভিড, মার্টিন-লিজ, জনি-জ্যোতি, মার্ভিন, ববি, ঝুমা-ফেবিয়ান, শেলী-নূপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, দিলীপ-কনিকা, কানন, মনিকা-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ ও রেনু।

হারবাইদ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/২২/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ১১
২৩ মার্চ- ২৯ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
০৯ চৈত্র - ১৫ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ত্যাগ ও সেবা চর্চা করি, বিশ্বাস ও আশাতে পথ চলি

সকল ধর্মে যেমন মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের কথা বলা হয় তেমনি সব ধর্মেই যথার্থ গুরুত্ব সহকারে ত্যাগ ও সেবার কথা বলা আছে। নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ত্যাগ ও সেবার প্রকাশ ঘটে থাকে বলেই জগতের অনেক দীনদুঃখী মানুষ বেঁচে থাকার জন্য রসদ পায়। মুসলমান ভাইবোনেরা রোজা রাখেন, হিন্দু ভাইবোনেরা ধর্মীয় বিভিন্ন উপলক্ষে উপবাস রাখেন, বৌদ্ধ ভাইবোনেরাও একইভাবে উপবাস রাখেন এবং খ্রিস্টবিশ্বাসীরাও তাদের আদর্শ যিশুকে অনুসরণ করে ও মণ্ডলীর শিক্ষায় আলোকিত হয়ে স্বেচ্ছায় ৪০ দিন উপবাস করে ত্যাগের প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেন। উপবাসের মধ্যদিয়ে খাদ্যদ্রব্য ত্যাগ খুব প্রাথমিক পর্যায়ের ত্যাগ আমাদেরকে সাহসী করে মানুষের কল্যাণে আরো বৃহৎ ত্যাগ করতে। ছোট ত্যাগ আমাদের মধ্যকার বড় ত্যাগ করার সক্ষমতা প্রকাশ করে। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে ও নিয়ম রক্ষা করার জন্য উপবাস থাকলে তা প্রকৃত ত্যাগ হয়ে ওঠে না। ত্যাগের সাথে কষ্ট ও ভালোবাসা জড়িত থাকলেই তা প্রকৃত ত্যাগ হয়ে ওঠে। কৃচ্ছ্রসাধন, মিতব্যয়িতা প্রভৃতির মধ্যদিয়ে ত্যাগের সঞ্চিত ফসল নিয়ে আমরা সেবার হাত প্রসারিত করতে পারি। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর জাতি,ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ত্যাগ করার সক্ষমতা দিয়েছেন এবং একইসাথে দীনদুঃখী, সুবিধাবঞ্চিত ভাইবোনসহ প্রকৃতির সেবাযত্ন করার সুযোগও দিচ্ছেন। সেবা করার এ সুযোগটা গ্রহণ করে আমরা একসাথে আমাদের সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারি। আমরা এই বিশ্বাস ও আশা নিয়ে একসাথে পথ চলতে পারি যে, ত্যাগ ও সেবাকাজও আমরা একসাথে করতে পারবো।

খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াকাজে ঋদ্ধ হতে এ তপস্যাকালে বিশেষ প্রচেষ্টা চালায়। অন্যদিকে মুসলিম ভাইবোনেরা সিয়াম-সাধনায় রত হয়ে জীবন পরিবর্তনের একটি যাত্রা করেন রমজান মাসে। এ বছর রমজান ও তপস্যাকাল প্রায় একই সময়ের মধ্যে হওয়ায় ত্যাগের কৃষ্টি আরেকটু বেশি করে সৃষ্টি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে মাণ্ডলিক বর্ষপুঞ্জিতে তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবার কারিতাস রবিবার উদ্‌যাপন করা হয়। কারিতাস শব্দটির অর্থ ভালোবাসা। মানুষকে ভালোবাসা ও সেবা করা সকল ধর্মেরই সার কথা। মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসা যায়। খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্ট ভালোবাসা ও সেবার উপরই সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। যে ভালোবাসা প্রাত্যহিক জীবনে বাস্তবভাবে প্রকাশ করতে পারি দীন-দরিদ্র ও প্রান্তিকজনের পাশে থেকে ও তাদেরকে মূল্য দিয়ে। কারিতাস বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে সর্বজনীন দয়াময় ভালোবাসার কাজ চলমান ও গতিশীল রাখছে। ভালোবাসা ও সেবার কাজে মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মধ্যদিয়ে দেশের বিভিন্নস্থানে ত্যাগ-সেবার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস চালাচ্ছে এবং অনেককে এ মহান কাজে জড়িত করতে চাচ্ছে। এ বছর ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় - এসো, আশা ও বিশ্বাসে একসাথে পথ চলি।' এটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি আহ্বান।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এ বছরের তপস্যাকালীন বাণীতে আশা নিয়ে একসাথে যাত্রা করার আহ্বান রাখেন। এ যাত্রা নিছক কোন ভ্রমণ নয় কিন্তু একজন আরেকজনের পাশে থাকার ও হাঁটার আশা করা। একজন আরেকজনের পাশে থাকতে হলে আমাদেরকে মন মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। মন পরিবর্তন করাটাও মঙ্গল কাজেরই একটি অংশ। প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ারকাজের মতো আরো অন্যান্য মঙ্গল কাজ করার সুযোগ আমাদের জীবনে প্রায়ই আসে। তপস্যাকাল ও রমজান মাসে এ মৌলিক অনুশীলনীগুলো করার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের মন পরিবর্তনের ইচ্ছাটিকে দৃঢ় করে তুলতে পারি।

ত্যাগ ও সেবার পথে প্রতিবন্ধকতা হলো আমিত্ব, অহংবোধ ও স্বার্থপরতা। পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্যোগ ও যুদ্ধের কারণ হলো মানুষের আমিত্ব ও স্বার্থপরতা। দরিদ্রতার কারণও মানুষের ভোগ-বিলাসিতা ও স্বার্থপরতা। তাই নিজেদের আমিত্বের একটু হ্রাস টেনে অন্যকে মর্যাদা ও মূল্য দেই, কিছু সময়ের জন্য হলেও আরামী জীবন, বিলাসী খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, মন্দ চিন্তা-কথা বাদ দিতে সাহসী হই। প্রতিবেশিরা যারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেও দারিদ্র জয় করতে পারছে না তাদের পাশে দাঁড়াই। প্রতিদিন একটু একটু ত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে তুলি। অনেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগের ফসল সমন্বিত ও সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অনেক দরিদ্র মানুষের আশা পুরণ হবে।

আমরা আমাদের জীবন পথে কখনো কখনো সহজ-সরল সাধারণ মানুষদেরকে বঞ্চিত করে থাকি। সঙ্গতকারণেই ত্যাগ ও সেবা শব্দগুলো অনেকের কাছেই তেমন একটা আবেদন সৃষ্টি করে না। এমনি প্রতিকূল বাস্তবতায় কারিতাস বাংলাদেশের ত্যাগ ও সেবার অভিযান পরিচালনার মধ্যদিয়ে ত্যাগ ও সেবার সংস্কৃতি গড়ে তোলা চ্যালেঞ্জিং হলেও সাধুবাদ পাবার যোগ্য। তা আমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছে ত্যাগ ও সেবা অনুশীলন করার। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ত্যাগ ও সেবা অভিযানে অংশ নিবে বলে আশা রাখি। †

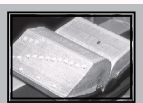

'আমি তোমাদের বলছি, তা নয়; বরং মনপরিবর্তন না করলে তোমরা সকলেই সেভাবে বিনষ্ট হবে।' (লুক ১৩: ১-৯)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

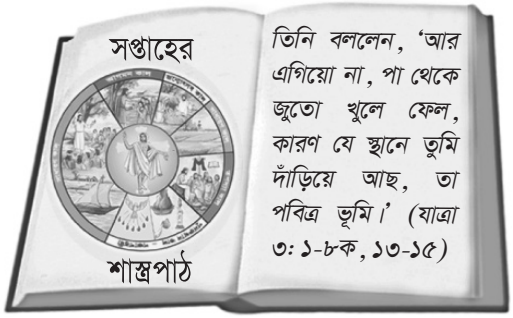

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৩ মার্চ - ২৯ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

২৩ মার্চ, রবিবার
যাত্রা ৩: ১-৮ক, ১৩-১৫, সাম ১০৩: ১-২, ৩-৪, ৬-৭, ৮, ১১, ১ করি ১০: ১-৬, ১০-১২, লুক ১৩: ১-৯ *আগামী রবিবার কারিতাস রবিবার - দান সংগ্রহের ঘোষণা*

২৪ মার্চ, সোমবার
২ রাজা ৫: ১-১৫ক, সাম ৪২: ১-২; ৪৩: ৩-৪, লুক ৪: ২৪-৩০

২৫ মার্চ, মঙ্গলবার
প্রভুর আগমন সংবাদ (দূত সংবাদ), *মহাপর্ব*
ইসা ৭: ১০-১৪; ৮: ১০, সাম ৪০: ৬-১০, হিব্রু ১০: ৪-১০, লুক ১: ২৬-৩৮

২৬ মার্চ, বুধবার
২ বিব ৪: ১, ৫-৯, সাম ১৪৭: ১২-১৩, ১৫-১৬, ১৯-২০, মথি ৫: ১৭-১৯ *(স্বাধীনতা দিবস)* কেবল প্রার্থনা অনুষ্ঠানের জন্য পাঠসমূহ: ২ বিব ৩৬: ১৪-১৬, ১৯-২৩ (বা এফে ২: ৪-১০), সাম ১৩৭: ১-৬, যোহন ৩: ১৪-২১

২৭ মার্চ, বৃহস্পতিবার
জেরে ৭: ২৩-২৮, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৭, ৮-৯, লুক ১১: ১৪-২৩

২৮ মার্চ, শুক্রবার
হোসে ১৪: ২-১০, সাম ৮১: ৬গ-৮ক, ৮খগ-৯, ১০-১১কখ, ১৪, ১৭, মার্ক ১২: ২৮খ-৩৪ *পুণ্যবর্ষের কর্মসূচী : প্রভুর জন্যে ২৪ ঘন্টা (আরাধনা/প্রার্থনায় দিনযাপন)*

২৯ মার্চ শনিবার
হোসে ৬: ১-৬, সাম ৫১:৩-৪, ১৮-১৯, ২০-২১কখ, লুক ১৮: ৯-১৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৩ মার্চ, রবিবার
+ ১৯৯০ ফা. ফ্রান্সিস রোজারিও (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ সি. অক্সিলিয়া পাহান, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফা. বানার্ড পালমা (ঢাকা)

২৪ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৮৯ ফা. হেনরী ভেন হুফ, ওএমআই (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ ফা. ফেডারিক বার্গম্যান, সিএসসি (ঢাকা)

২৫ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৭ সি. এম. বোনাভিতা ক্যানন, সিএসসি
+ ২০০৪ ফা. মার্কুশ মারান্ডী (রাজশাহী)

২৬ মার্চ, বুধবার
+ ১৯৫৫ ফা. লুইজি অজ্জোনি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৬ ফা. আমেদেও পেলিজ্জেজ্জা, এসএক্স
+ ২০২৩ সি. ব্রিজেট গমেজ, সিআইসি (দিনাজপুর)

২৭ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ২০১৪ সি. সূচনা চিরান, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফা. আলবিনুস টপ্প (দিনাজপুর)

২৮ মার্চ, শুক্রবার
+ ২০০৫ সি. এম. মিডা মূলভে, আরএনডিএম (ঢাকা)

২৯ মার্চ শনিবার
+ ১৯৯৩ সি. আঞ্জেলা সিম্মাহ, আরএসডিএ (চট্রগ্রাম)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

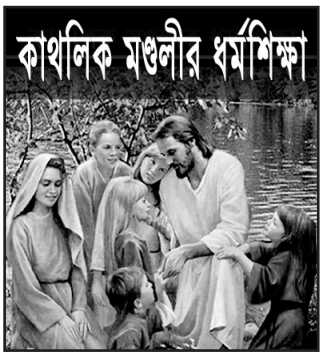

১৯৩০ মানব ব্যক্তির প্রতি সম্মান হচ্ছে সৃষ্টজীব হিসেবে তার মর্যাদা লাভের অধিকারসমূহের প্রতি সম্মান। ব্যক্তির এই অধিকারসমূহের অগ্রাধিকার সমাজের অগ্রে স্থিত, আর সমাজকে তা স্বীকার করতেই হবে। এগুলো প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের অধিকারের নৈতিক বৈধতার ভিত্তি যখন ব্যক্তির অধিকার অবজ্ঞা করা হয়, আইন প্রণয়নে সেগুলো বিবেচনা করতে অস্বীকার করা হয়, তখন সমাজ তার নিজের নৈতিক বৈধতাকে ক্ষুণ্ন করে। কর্তৃপক্ষ যদি মানবাধিকার সম্মান না করে তাহলে তার অধীনস্থদের কাছ থেকে বাধ্যতা আদায় করার উদ্দেশ্যে কেবল বলপ্রয়োগ ও উৎপীড়নমূলক কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টমণ্ডলীর ভূমিকা হল শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এসব অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং অনিশ্চিত বা মিথ্যা দাবী-দাওয়া থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরা।

১৯৩১ মানব ব্যক্তির প্রতি সম্মানবোধ থেকে উদ্ভূত হয় এই মূলনীতিটির প্রতি শ্রদ্ধা যে, "প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে (কোন ব্যতিক্রম না ক'রে) নিজেরই 'প্রতিরূপ' হিসেবে দেখতে হবে; সর্বোপরি তার জীবন এবং মর্যাদাসহ সেই জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়গুলোর প্রতি মনোযোগী হতে হবে।" ভয়-ভীতি, কারো প্রতি বদ্ধমূলধারণা, এবং অহমিকা ও স্বার্থপরতার মনোভাব ইত্যাদি, যা ভ্রাতৃত্বের সমাজ গড়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে মানুষ কোন প্রণীত আইন দ্বারা বিলুপ্ত করতে পারে না। এসব আচরণে পরিবর্তন আসতে পারে শুধুমাত্র সেই ভ্রাতৃপ্রেম দ্বারা যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে খুঁজে পায় একজন "প্রতিবেশী", একজন ভাই-বোন।

১৯৩২ অন্য মানুষের নিকট নিজেকে একজন প্রতিবেশী করা ও তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সেবা করার দায়িত্ব আরও বেশী জরুরী হয়ে ওঠে, যখন সুযোগ-সুবিধা থেকে যারা বঞ্চিত - তা তারা যে-ক্ষেত্রেই হোক না কেন - তাদের সংস্পর্শে আসে। "আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

১৯৩৩ এই একই কর্তব্য তাদের প্রতিও বিস্তৃত যারা আমাদের থেকে ভিন্নভাবে চিন্তা ও কাজ করে। খ্রীষ্টের শিক্ষা এতোই বিস্তৃত যে তা দাবি করে অপরাধীদের ক্ষমা দিতে। খ্রীষ্টের ভালবাসার আদেশ, যা "নব-বিধানের"-ই আদেশ, তা তিনি প্রসারিত করেন শত্রুদেরকে ভালবাসার মধ্যে। সুসমাচারের আদর্শজাত মুক্তির সঙ্গে একজন ব্যক্তিকে শত্রু হিসেবে ঘৃণা করা অসঙ্গত, তবে মন্দতাকে শত্রু ভেবে ঘৃণা করা সঙ্গত।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,
'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। **পুনরুত্থান** উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যায় বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, কবিতা, কলাম, ছোটদের আসরের জন্য গল্প ও অংকিত ছবি আগামী **২৯ মার্চ**-এর মধ্যে আমাদের ঠিকানায় পাঠানোর আহ্বান করছি। লেখা কম্পোজ করে পাঠালে SutonnyMJ ফন্টে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ,
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫, **E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com
- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের তপস্যাকালীন বাণী - ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ

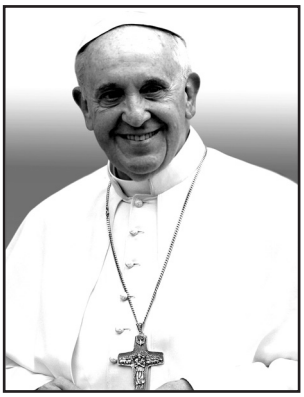

আসুন আমরা আশায় একসাথে যাত্রা করি

আমরা আমাদের বার্ষিক তপস্যাকালীন বিশ্বাস ও আশার তীর্থযাত্রা ভস্মলেপনের মতো অনুশোচনামূলক রীতির মধ্য দিয়ে শুরু করছি। আমাদের মাতা ও শিক্ষক-খ্রিস্টমণ্ডলী ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য আমাদেরকে হৃদয় উন্মুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান, যাতে পাপ ও মৃত্যুর উপর খ্রিস্ট প্রভুর পুনরুত্থানের বিজয়কে আমরা মহা আনন্দের সাথে পালন করতে পারি। যা সাধু পলকে জোর গলায় বলতে সহায়তা করেছিল, "বিজয়ের গ্রাসে মৃত্যু হয়েছে কবলিত। ওহে মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার সেই অঙ্কুশ?" প্রকৃতপক্ষে, ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশুখ্রিস্টই হচ্ছেন আমাদের বিশ্বাসের প্রাণ এবং পিতার মহান প্রতিশ্রুতিতে আমাদের জন্য আশার প্রতীক- 'অনন্ত জীবন'- যা ইতোমধ্যে তাঁর প্রিয় পুত্রের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে *(দ্র. যোহন ১০:২৮; ১৭:৩)*।

এই তপস্যাকালে যেহেতু আমরা জুবিলী বর্ষের অনুগ্রহের অংশীদার, 'আশায় একসাথে যাত্রা'র অর্থ কি এবং মন-পরিবর্তনের আহ্বানসমূহ যা ঈশ্বরের দয়া আমাদের সকলকে, ব্যক্তি ও সম্প্রদায় হিসাবে সম্বোধন করে- এই বিষয়ে আমি কিছু অনুধ্যানমূলক প্রস্তাব রাখতে চাই।

প্রথমত: যাত্রা করা। জুবিলীর মূলসুর 'আশার তীর্থযাত্রী', ইস্রায়েলজাতির প্রতিশ্রুত ভূমির দিকে দীর্ঘ যাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা যাত্রাপুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। দাসত্ব থেকে মুক্তির কঠিন পথটি প্রভুর দ্বারা চাওয়া ও পরিচালিত হয়েছিল, যিনি তাঁর জনগণকে ভালবাসেন এবং সর্বদা তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন। বাইবেলের যাত্রার কথা চিন্তা করা সত্যিই কঠিন যদি না আমাদের নিজেদের সময়ের ভাইবোনদের কথা চিন্তা না করি, যারা দুর্দশা ও সহিংসতার পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে নিজেদের এবং তাদের প্রিয়জনদের জন্য অধিকতর একটি ভালো জীবনের সন্ধানে যাচ্ছেন। এভাবে মন-পরিবর্তনের প্রথম আহ্বান এই উপলব্ধি থেকে আসে যে, এই জীবনে আমরা সকলেই তীর্থযাত্রী; আমাদের প্রত্যেককে একটু বিরতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে আহ্বান জানানো হয় যে, আমাদের জীবনে কিভাবে এই সত্য প্রতিফলিত হচ্ছে। আমি কি সত্যিই যাত্রায় আছি, নাকি আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, নড়ছি না, নতুবা ভয় এবং হতাশায় অচল অথবা আমার আরামপ্রিয় অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে অনিচ্ছুক? আমি কি পাপের উপলক্ষগুলোকে এবং যে পরিস্থিতি আমার মর্যাদাকে অবনমিত করে তা পেছনে ফেলে দেবার উপায় খুঁজছি? তপস্যাকালে আমাদের জন্য একটি সুন্দর অনুশীলন হবে যদি আমরা কোন অভিবাসী বা বিদেশীর সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুলনা করি, তাদের অভিজ্ঞতার সাথে সহানুভূতিশীল হতে শিখি, এবং এভাবে ঈশ্বর আমাদের কাছে কি চান তা আবিষ্কার করি যাতে আমরা আরো ভালোভাবে পিতার গৃহের দিকে যাত্রায় অগ্রসর হতে পারি। সকল পদযাত্রীর জন্য এটি একটি সুন্দর 'বিবেকের পরীক্ষা'।

দ্বিতীয়ত: একসাথে যাত্রা করা। খ্রিস্টমণ্ডলীকে সিনোডাল হতে অর্থাৎ একসাথে হাঁটার আহ্বান জানানো হচ্ছে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একে অন্যের পাশে থেকে হাঁটতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, এবং কখনো বিচ্ছিন্ন ভ্রমণকারী হিসাবে নয়। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে আত্মমগ্ন থাকতে নয়, বরং নিজের মধ্য থেকে বের হয়ে ঈশ্বর ও ভাইবোনদের পানে হাঁটতে অনুপ্রাণিত করে। একসাথে যাত্রা করার মানে হচ্ছে সেই ঐক্যকে সুসংহত করা যা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদের স্বাভাবিক মর্যাদার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে *(দ্র. গালা ৩:২৬-২৮)*।

এই অর্থ হচ্ছে পাশাপাশি হাঁটা- অন্যকে ছুঁড়ে না ফেলে বা পদদলিত না করে কোন ধরণের হিংসা বা ভণ্ডামীর আশ্রয় না নিয়ে, কাউকে পিছনে ঠেলে বা বাদ না দিয়ে। আসুন আমরা সকলে একই দিকে যাত্রা করি, একই লক্ষ্যে এগিয়ে যাই, ভালোবাসা ও ধৈর্যের সাথে একে অন্যের প্রতি মনোযোগী হই।

এই তপস্যাকালে, আমাদেরকে আত্মমূল্যায়ন করতে বলা হচ্ছে, আমরা আমাদের জীবনে, আমাদের পরিবারে, যেখানে আমরা কাজ করি এবং সময় কাটাই, আমরা কি সকলের সাথে পথ চলতে, কথা শুনতে, আত্মমগ্ন হওয়ার প্রলোভন এবং কেবল নিজেদের চাহিদার চিন্তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম? প্রভুর উপস্থিতিতে আসুন নিজেদের জিজ্ঞাসা করি যে, ঈশ্বরের রাজ্যের সেবায় ধর্মপাল, যাজক, উৎসর্গকৃত ব্যক্তি ও ভক্তসাধারণ হিসাবে আমরা কি অন্যদের সাথে সহযোগিতা করি? কাছের ও দূরের উভয়কে আমরা কি বাস্তবসম্মত মনোভাব নিয়ে তাদের স্বাগত জানাই? আমরা কি অন্যদের এই অনুভূতি দান করতে সক্ষম যে তারাও সমাজের অংশ, নাকি তাদের দূরে ঠেলে দেই। তাহলে এটিই হচ্ছে মন-পরিবর্তনের দ্বিতীয় আহ্বান: সিনোডালিটির আমন্ত্রণ।

তৃতীয়ত: আসুন আমরা আশায় একসাথে পথ চলি, কেননা আমাদের একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই আশা যেন হতাশ না করে *(দ্র. রোমীয় ৫:৫)*, জুবিলীবর্ষের প্রধান বার্তা, পুনরুত্থানের বিজয়ের দিকে আমাদের তপস্যাকালে যাত্রার মূল মনোযোগ হোক। পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট তার প্রৈরিতিক পত্র 'আশায় মুক্তি' (Spe Salvi)-তে শিক্ষা দেন যে, "মানুষের নিঃশর্ত ভালবাসার প্রয়োজন।

তার সেই নিশ্চয়তা আবশ্যক যা তাকে বলতে বাধ্য করে: 'মৃত্যু বা জীবন, স্বর্গদূত, আধিপত্য বা শক্তিবৃন্দ, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রিস্টযিশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না" *(রোমীয় ৮:৩৮-৩৯)*। খ্রিস্ট, আমার আশা, পুনরুত্থিত হয়েছেন! তিনি জীবিত এবং মহিমায় রাজত্ব করেন। মৃত্যুকে বিজয়ে রূপান্তিরত করা হয়েছে, এবং এখানেই গ্রথিত খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ও মহান আশা: খ্রিস্টের পুনরুত্থান।

তাহলে এটাই হচ্ছে মন-পরিবর্তনের তৃতীয় আহ্বান: আশার আহ্বান, ঈশ্বরের উপর আস্থা ও অনন্ত জীবনের জন্য তার মহান প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখার আহ্বান। আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি: আমি কি নিশ্চিত যে প্রভু আমার পাপ ক্ষমা করেন? নাকি আমি এমন আচরণ করি যে আমি যেন নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারি? আমি কি পরিত্রাণের জন্য আকাংখা করি এবং তা অর্জনের জন্য ঈশ্বরের সাহায্য ভিক্ষা করি? আমি কি বাস্তবিকই আশাকে অভিজ্ঞতা করি যা আমাকে ইতিহাসের ঘটনাগুলোকে পড়তে সক্ষম করে তোলে এবং আমাকে ন্যায়বিচার ভ্রাতৃত্বের প্রতি, আমাদের সবার সার্বজনীন গৃহের যত্ন নেবার অনুপ্রাণিত করে, এবং এভাবে কেউ যাতে অবাঞ্চিত বোধ না করে?

বোন ও ভাইয়েরা, যিশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ, আমরা এমন আশায় বুক বেঁধেছি যা কখনো হতাশ করে না *(দ্র. রোমীয় ৫:৫)*। আশা হল 'আত্মার নিশ্চিত ও দৃঢ় নোঙর'। এটি মণ্ডলীকে 'সকলের পরিত্রাণের জন্য' *(১তিমথি ২:৪)* প্রার্থনা করতে এবং স্বর্গের মহিমায় তাঁর বর খ্রিস্টের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে অনুপ্রাণিত করে। এটাই ছিল আভিলার সাধ্বী তেরেজার প্রার্থনা: "আশা রাখ, হে আমার আত্মা, আশা রাখে। তুমি সেই দিন বা লগ্নকে জান না। সচেতনভাবে খেয়াল রেখো, কেননা সবকিছুই দ্রুত অতিক্রম করে, যদিও তোমার অধৈর্য যা সুনিশ্চিত তা-ও সন্দেহজনক করে তোলে এবং সংক্ষিপ্ত মুহূর্তকেও দীর্ঘ সময়ে পরিণত করে" *(ঐশ আত্মার প্রশংসাস্তুতি, ১৫:৩)*।

আশার মাতা, কুমারী মারীয়া, আমাদের জন্য অনুনয় করুন এবং আমাদের তপস্যার যাত্রায় সঙ্গী হোন।

রোম, সাধু যোহন লাতেরান,

ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ; ধর্মশহীদ সাধু পল মিকি ও সঙ্গীদের স্মরণ দিবস।

- পোপ ফ্রান্সিস

ভাষান্তরে : *ড. ফাদার শিপন পিটার রিবেরু*

---

১৩ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা - ১,১৫০ কপি

দান বাক্স - ৫৩০ টি

কারিতাস ও প্রকল্প কর্মী, প্রাথমিক দলের সদস্য/সদস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, ক্লাব, গির্জা প্রভৃতি স্থানে আলোচনা সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় এ সকল শিক্ষা উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয়েছে।

খ) তহবিল সংগ্রহ

বিগত ত্যাগ ও সেবা-২৪ অভিযানকালীন সময়ে সর্বমোট ৬১,৯৪,৪৯১ (এষট্টি লাখ চুরান্নব্বই হাজার চারশত একান্নব্বই) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিল এবং রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল উভয় তহবিলের অর্থই অন্তভুর্ক্ত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য গির্জা থেকে সংগৃহীত টাকা বিশপ মহোদয় দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করেছেন।

গ) খরচাদি

সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন খাতে অনুদান প্রদান হিসেবে টাকা ব্যয় হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস ও আঞ্চলিক অফিসগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে এ অর্থ ব্যয় করে।

উপসংহার

ত্যাগ ও সেবা অভিযান আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, স্রষ্টার নৈকট্য লাভ এবং প্রতিবেশি ভাই-বোনদের সাথে বিশ্বাস ও আশার যাত্রা, প্রত্যেককে দায়িত্বশীল হয়ে একটি দুঃখী, নির্যাতনমুক্ত সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করে। ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে আমরা যদি নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে সমাজের দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবায় নিয়োজিত হই, তবে একটি সমতাপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন সম্ভব। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ত্যাগ ও সেবার মূল্যবোধের চর্চা অত্যন্ত জরুরি। নিজের সীমিত সম্পদ থেকেই অপরের প্রয়োজনে সহভাগিতা করতে শেখায়। প্রতি বছর এ কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণ সচেতনভাবে তাদের সময়, শ্রম, পরামর্শ, অর্থ ইত্যাদি গরিব,দুঃখী,দুঃস্থ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের কল্যাণে ও সেবার জন্য প্রদান করছে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী সকল মানুষকে তিনি আহ্বান করেন যেন আমরা এক সঙ্গে চলি ও গভীর ভালোবাসায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি শোষণহীন সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ এ অভিযান ভূমিকা রাখবে। তাই পোপ মহোদয় বলেন, আশার আহ্বান, ঈশ্বরের উপর আস্থা ও অনন্ত জীবনের জন্য তার মহান প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখার আহ্বান। আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি: আমি কি নিশ্চিত যে প্রভু আমার পাপ ক্ষমা করেন? নাকি আমি এমন আচরণ করি যে আমি যেন নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারি? আমি কি পরিত্রাণের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি এবং তা অর্জনের জন্য ঈশ্বরের সাহায্য ভিক্ষা করি? আমি কি বাস্তবিকই আশাকে অভিজ্ঞতা করি যা আমাকে ইতিহাসের ঘটনাগুলোকে পড়তে সক্ষম করে তোলে এবং আমাকে ন্যায়বিচার ভ্রাতৃত্বের প্রতি, আমাদের সবার সর্বজনীন গৃহের যত্ন নেবার অনুপ্রাণিত করে, এবং এভাবে কেউ যাতে অবাঞ্চিত বোধ না করে। তাই আসুন আমরা পোপ মহোদয়ের তপস্যাকালীন বাণীর আলোকে নিজেদেরকে মূল্যায়ন করে, কর্মপন্থা ঠিক করি এবং সে অনুযায়ী তাঁর উপর বিশ্বাস, আশা নিয়ে প্রতিবেশি, পিছিয়ে পড়া ভাই-বোনদের নিয়ে ভালোবাসাময় একটি সুন্দর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে সামনের দিকে একসাথে যাত্রা করি।

কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের শুভেচ্ছা বাণী

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

খ্রিস্টমণ্ডলীর জুবিলী বর্ষ এবং কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা!

পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টাব্দকে জুবিলীবর্ষ ঘোষণা করেছেন, জুবিলী বর্ষের মূলসুর হচ্ছে "আশার তীর্থযাত্রা এবং পুণ্য বর্ষ ঘোষণা করেছেন। শিরোনাম: "আশা আমাদের ছলনা করেনা কারণ এই আশা ঈশ্বরের ভালোবাসার নিশ্চয়তা দান করে" *(রোমীয় ৫:৫)*। তিনি এই প্রায়শ্চিত্ত কালের মূলসুর রেখেছেন, "আসুন আমরা একসাথে আশায় যাত্রা করি।" পোপ ফ্রান্সিস আমাদের সবাইকে একসাথে আশা নিয়ে যাত্রা করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং এই প্রায়শ্চিত্তকালে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন।

পোপ মহোদয় আশা করেন, পুণ্যবর্ষ অনেকের আশা নবায়ন করার সুযোগ দান করবে এবং জুবিলী সবার জন্য বিশ্বের মানুষের কাছে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। এ জুবিলী বর্ষ আমাদের ব্যক্তি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে কেননা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আশা থাকে। মানুষের জীবন সুখ-দুঃখ, পরীক্ষা ও বাধাবিপত্তি দিয়ে গড়া যা মানুষের বিশ্বাস ও আশায় বাধা হতে পারে। সাধু পল, বলেন: "আমরা তো আমাদের দুঃখ-দুর্ভোগ নিয়েও গর্ব করে থাকি; কেননা আমরা জানি যে, দুঃখ-দুর্ভোগ থেকে জাগে নিষ্ঠা আর নিষ্ঠা থেকে চারিত্রিক যোগ্যতা; আর চারিত্রিক যোগ্যতা থেকে অন্তরে জেগে ওঠে আশা। আর এই আশা তো কখনো ছলনা করেনা; কেননা স্বয়ং পবিত্র আত্মা যিনি—আমাদের কাছে ঐশদান যিনি—তিনি আমাদের হৃদয় পরমেশ্বরের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করেছেন।" *(রোমীয় ৫:৩-৪)*

কারিতাস বাংলাদেশ অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ত্যাগ ও সেবা অভিযানকালে পোপ মহোদয়ের উপবাসকালীন বাণী ও জাতিসংঘের ঘোষিত ২০২৫ খ্রিস্ট বর্ষের মূলবিষয় এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা বিবেচনা করে ত্যাগ ও সেবা-২০২৫ অভিযানের শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ করা হয়, পোপ মহোদয় তাঁর এ বছর উপবাসকালীন মূলসুর হিসেবে নির্ধারণ করেছেন: আসুন আমরা আশায় একসাথে যাত্রা করি। উল্লিখিত বাণীর আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর হিসাবে বেছে নিয়েছে: "এসো, বিশ্বাস ও আশায় একসাথে যাত্রা করি"।

পোপ মহোদয় এবছর উপবাসকালীন বাণীতে বলেছেন,বাইবেলের যাত্রার কথা চিন্তা করা সত্যিই কঠিন যদি না আমাদের বর্তমান সময়ের ভাই-বোনদের কথা চিন্তা না করি, যারা দুর্দশা ও সহিংসতার পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে নিজেদের এবং তাদের প্রিয়জনদের জন্য অধিকতর একটি ভালো জীবনের সন্ধানে যাচ্ছেন। এভাবে মন-পরিবর্তনের প্রথম আহ্বান এই উপলব্ধি থেকে আসে যে, এই জীবনে আমরা সকলেই তীর্থযাত্রী; আমাদের প্রত্যেককে একটু বিরতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে আহ্বান জানানো হয় যে, আমাদের জীবনে কিভাবে এই সত্য প্রতিফলিত হচ্ছে। আমি কি সত্যিই যাত্রায় আছি, নাকি আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, নড়ছি না, নতুবা ভয় এবং হতাশায় অচল অথবা আমার আরাম প্রিয় অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে অনিচ্ছুক? আমি কি পাপের উপলক্ষগুলোকে এবং যে পরিস্থিতিতে আমার মর্যাদাকে অবনমিত করে তা পেছনে ফেলে দেবার উপায় খুঁজছি? তপস্যাকালে আমাদের জন্য একটি সুন্দর অনুশীলন হবে যদি আমরা কোন অভিবাসী বা বিদেশীর সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুলনা করি, তাদের অভিজ্ঞতার সাথে সহানুভূতিশীল হতে শিখি, এবং এভাবে ঈশ্বর আমাদের কাছে কি চান তা আবিষ্কার করি যাতে আমরা আরো ভালো ভাবে পিতার গৃহের দিকের যাত্রায় অগ্রসর হতে পারি। সকল পদযাত্রীর জন্য এটি একটি সুন্দর' বিবেকের পরীক্ষা'। খ্রিস্টমণ্ডলীকে সিনোডাল হতে অর্থাৎ একসাথে হাঁটার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অর্থ হচ্ছে পাশাপাশি হাঁটা- অন্যকে ছুঁড়ে না ফেলে বা পদদলিত না করে কোন ধরনের হিংসা বা ভণ্ডামীর আশ্রয় না নিয়ে, কাউকে পিছনে ঠেলে বা বাদ না দিয়ে। আসুন আমরা সকলে বিশ্বাস ও আশা নিয়ে একই দিকে যাত্রা করি, একই লক্ষ্যে এগিয়ে যাই, ভালোবাসা ও ধৈর্যের সাথে একে অন্যের প্রতি মনোযোগী হই।

তপস্যাকালীন সময়ে দাসত্ব থেকে জীবন সাধনায় পোপ মহোদয় যে বিশেষ নির্দেশ রেখেছেন তা হচ্ছে: আমাদের চলার পথে এবং দৈনন্দিন জীবনে মহান সৃষ্টিকর্তা/ঈশ্বরের ইচ্ছা কী আমরা যেন তা সব সময় অনুধাবন করতে পারি। উপবাস শুধু খাদ্যাহার থেকে সংযত থাকা নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ছোট খাটো অভ্যাস, বিষয় ও ভোগবিলাসীতা থেকে আমরা উপবাস করতে পারি।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি, যুদ্ধ, আন্দোলন, অর্থনৈতিক মন্দা, অভিবাসী, জোরপূর্বক দেশ দখল, উদ্বাস্তু, মানব ও প্রাকৃতিকসৃষ্ট দুর্যোগ, আগ্রাসন, জাতিগত দাঙ্গা, ঘুষ, দুর্নীতি, অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন, অর্থ পাচার, মাদকাসক্তি, বেপরোয়া ও অমানবিক আচরণ, ধর্ষণসহ নারী নির্যাতন, নৈতিকস্খলন ও পাষণ্ডতায় মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। তাই পোপ মহোদয়ের প্রায়শ্চিত্তকালীন মূলসুরে বলেছেন, আমরা যেন সবাই স্রষ্টার দিকে একসাথে বিশ্বাস ও আশা নিয়ে তাঁর দিকে যাত্রা করি যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়পোযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ আহ্বান।

উপবাসকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল হলো আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের বসন্তকাল যা নিজেকে আবিষ্কার এবং নতুনভাবে জীবনকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। প্রার্থনা, দান ও উপবাস – এই তিনটি বিচ্ছিন্ন কাজ নয়, তাই আসুন আমরা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে যাই এবং দয়ার কাজ অনুশীলন করি। আমরা যেন সকলে মিলেমিশে বিশ্বাস ও আশা নিয়ে স্রষ্টার দিকে যাত্রা করতে পারি। তাই কারিতাসের কর্মীসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই - আমরা যেন সকলেই এ জুবিলী বর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারি ও স্রষ্টাতে সম্মিলিত বিশ্বাস ও আশা ভরা অন্তরে যাত্রা করতে পারি এবং ভালোবাসাময় একটি সুন্দর পৃথিবী গড়তে পারি।

বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী
প্রেসিডেন্ট, কারিতাস বাংলাদেশ
বিশপ, খুলনা ধর্মপ্রদেশ

কারিতাস বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালকের বাণী

এ বছর খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তপস্যাকাল ও রোজা একই সময়ে পালিত হচ্ছে। যা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। দুই ধর্মেই এ সময়কে পরিবর্তন ও আধ্যাত্মিক সাধনার এক যাত্রার সময় হিসাবে পরিপালন করা হয়। প্রায়শ্চিত্তকাল হল পরিবর্তন ও মুক্তির আশায় সাধনার পুণ্য সময় এবং আমাদের আধ্যাত্মিক ও মানবীয় জীবনের বসন্তকাল বা জীবন নবীকরণের উত্তম সময়। তাই তপস্যাকালে আমরা আমাদের মন্দতা, পাপ কালিমা, হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা ইত্যাদি ত্যাগ করে আমাদের জীবনকে নবায়িত করে তুলতে পারি। এ সময় আমরা প্রার্থনা, সাধনা, উপবাস, ত্যাগস্বীকার, দয়ার কাজের মাধ্যমে নিজেকে আরো পরিশীলন করতে পারি। সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস আরো দৃঢ় করতে পারি ও আশা নিয়ে সবাইকে একসঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, তপস্যাকাল হল আমাদের বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসার নবীকরণের মাধ্যম, যা আমাদের জীবনে এনে দেয় এক রূপান্তর জীবন। পোপ মহোদয় খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সিনোডাল হতে অর্থাৎ একসাথে যাত্রার আহ্বান করেছেন। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একে অন্যের পাশে থেকে চলতে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং কখনো বিচ্ছিন্ন ভ্রমণকারী হিসাবে নয়। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে আত্মমগ্ন থাকতে নয়, বরং নিজের মধ্য থেকে বের হয়ে ঈশ্বর ও ভাইবোনদের পাশে হাঁটতে অনুপ্রাণিত করে। একসাথে যাত্রা করার মানে হচ্ছে সেই ঐক্যকে সুসংহত করা যা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদের স্বাভাবিক মর্যাদার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে *(দ্র. গালা ৩:২৬-২৮)*।

তাই আসুন আমরা সর্বশ্রেষ্ঠজীব হিসাবে পরস্পর ভেদাভেদ ভুলে সকলে মিলেমিশে সুন্দর পৃথিবী গড়ি এবং স্রষ্টার নির্দেশিত পথে চলি এবং তাঁর দিকে সকলকে নিয়ে যাত্রা করি। ভালোবাসা, দয়া ও সেবাকর্ম দিয়ে আমরা শোষণমুক্ত ও নির্যাতনমুক্ত সমাজ গঠন করতে পারি। কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান- ২০২৫ বর্ষের মূলসুর বেছে নেয়া হয়েছে **"এসো, বিশ্বাস ও আশায় একসাথে যাত্রা করি" (Let us Journey Together in Faith and Hope")**।

পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকালীন বার্তায় উল্লেখ করেছেন, এই বিশেষ ত্যাগ ও সংযমের সময় আমাদের উচিত একসঙ্গে পথ চলা আশা ও ন্যায়ের পথে। তপস্যাকাল বা রমজান মাস আত্মশুদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে, পাশাপাশি এটি অন্যদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনুপ্রাণিত করে। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, যিশুর মৃত্যু থেকে পুনর্জীবন লাভ মানবজাতির জন্য মুক্তির বার্তা বহন করে, যা সব ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বার্তা শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্য ত্যাগ, সংযম এবং মানবতার আহ্বান হিসেবে ধরা যেতে পারে। তপস্যাকাল ও রমজানের মতো পবিত্র সময়গুলো আত্মশুদ্ধির সুযোগ দেয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

তপস্যাকাল বা রোজা শুধুমাত্র ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি আমাদের জীবনে নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির এক মহাসুযোগ। এই সময় আমরা যদি প্রার্থনা, উপবাস ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেদেরকে বদলাতে পারি, তাহলে আমাদের সমাজও বদলাবে। আসুন, আমরা এই বিশেষ সময়কালকে কাজে লাগিয়ে আত্মশুদ্ধির পথে হাঁটি, পারস্পরিক সহানুভূতির হাত বাড়াই, আমাদের সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখি ও সমাজের পিছিয়ে পড়া ভাইবোনদের পাশে তাদের সহায়ক হয়ে উঠি।

কারিতাস একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ সর্বজনীন ভালোবাসা, বা দয়া ও সেবার কাজ মৃত্যুর পরে শেষ বিচারের দিনে সৃষ্টিকর্তা আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন ভালোবাসা, দান, দয়া ও সেবা কর্মের মানদণ্ডে। প্রতিবেশিকে নিজের মত ভালোবাসা, তাদের দয়া ও সেবা করা সব ধর্মের বিধান। আমরা নিঃস্বার্থ সেবাকর্ম দিয়ে স্বর্গরাজ্যের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করতে পারি। তাই আসুন আমরা বিশ্বাস, আশা, ভালোবাসা, দয়া ও সেবার মনোভাব নিয়ে একসাথে পথ চলি।

কারিতাস বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে কাজ করছে। তবে জনগণই এ উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বছরের পর বছর ধরে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা করে এ দেশের মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য মনোবলই অগ্রগতির ফল। কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো প্রধান খাতগুলোতে ধারাবাহিক উন্নতির কারণে দেশের দারিদ্র্য হ্রাসে গতি এসেছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্য সত্ত্বেও দেশে ২০২২ থেকে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিপুলসংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছেন। আরও প্রায় কোটি মানুষ দরিদ্র হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। এর কারণ উচ্চ মূল্যস্ফীতি; চাল, ডাল, তেল, চিনিসহ নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি।

বেসরকারি সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, এ সময়ে নতুন করে ৭৮ লাখ ৬০ হাজার মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে চলে গেছেন। এর মধ্যে ৩৮ লাখ ২০ হাজার মানুষ দরিদ্র থেকে হতদরিদ্র হয়েছেন। আর দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন ৯৮ লাখ ২০ হাজার মানুষ। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা শুরুর পর বিশ্বজুড়ে পণ্যমূল্য বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে প্রভাবটি পড়ে দুই ভাবে। একটি হলো আমদানিতে খরচ বেড়ে যাওয়া। দ্বিতীয়টি হলো বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমে যাওয়া ও মার্কিন ডলারের মূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট সরকার পতন হয়। দায়িত্ব নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। এরপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুতে পতন থেমেছে। ডলারের দাম মোটামুটি স্থিতিশীল হয়েছে; কিন্তু মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বিবিএসের হিসাবে, গত নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশে উঠেছে। অর্থাৎ গত বছরের নভেম্বরে ১০০ টাকায় যে পণ্য ও সেবা কেনা গেছে, চলতি বছরে একই পরিমাণ পণ্য ও সেবা কিনতে ভোক্তাকে ১১১ টাকা ৩৮ পয়সা খরচ করতে হয়েছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৮ শতাংশে। আমরা যদি পরস্পরকে বিশ্বাস ও আশা নিয়ে সহায়তা করি এবং একসাথে দরিদ্রদের সেবায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারি তাহলে সমাজে বৈষম্য দূর করতে সহায়ক হবে।

কারিতাস বাংলাদেশ-এর পঞ্চবার্ষিক (২০২৪-২০২৯) কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে আটটি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে

চলমান ৯৬টি (তিনটি ট্রাস্ট সহ) বিভিন্নমূখী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষভাবে বিভিন্ন ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সমতা আনয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, জীবনমূখী প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, নেশাগ্রস্তদের চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজে অবদান রেখে যাচ্ছে। কারিতাস বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা, স্যানিটেশন, পুষ্টি এবং নারী-পুরুষের সমতা এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নেও অবদান রেখে চলেছে। এসকল কাজে বিগত এক বছরে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ৩,৯২৫.৮৫ মিলিয়ন টাকা এবং কর্মসূচির অংশগ্রহকারীদের সংখ্যা ছিল ৮০৯,৪৭১ জন। এর মধ্য দিয়ে কারিতাস বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতিসংঘের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে অবদান রাখছে।

কারিতাস বাংলাদেশ যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, তার মধ্যে "ত্যাগ ও সেবা অভিযান" অন্যতম। এটি শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি হলো মানুষের সাথে বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসাময় যাত্রা। বিগত ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কারিতাস বাংলাদেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে এ অভিযান চালিয়ে এসেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা; এবং ২) সেবা কাজে প্রত্যেককে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে তহবিল সংগ্রহ করা এবং তা থেকে দরিদ্রদের সাহায্য করা।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবছর একটি শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর গ্রহণ করা হয়। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের তপস্যাকালীন বাণী এবং দেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে' ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মূলসুর হিসেবে **"এসো, বিশ্বাস ও আশায় একসাথে যাত্রা করি"** বেছে নেয়া হয়েছে।

আসুন ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২৫ সময়কালে আমরা পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস মহোদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, বিশ্বজনীন সৃষ্টিকে আরো বেশী করে ভালোবাসতে চেষ্টা করি। মানুষের মঙ্গলে হৃদয়-মন খুলে বিশ্বাস ও আশা নিয়ে এক সাথে কাজ করি। তাহলেই আমরা হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান শান্তিতে, সৌহার্দ্যে, সম্প্রীতি ও প্রাচুর্য্যপূর্ণ পরিবার, সমাজ ও দেশ গড়তে পারবো।

যারা ত্যাগ ও সেবা অভিযান বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে এ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা ও সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

সেবাষ্টিয়ান রোজারিও
নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ

চাকরির গ্যারান্টিসহ জাপানে নার্সিং কোর্সে শিক্ষাবৃত্তি

শুধুমাত্র নারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। যোগ্যতা: অবিবাহিত। **বয়স:** ১৮-২৪, উচ্চতা: ৫.২" অথবা তার উপরে। **শিক্ষার বিষয়:** নার্সিং কেয়ার কোর্স। **শিক্ষা:** নূন্যতম এইচ.এস.সি পাশ। (বর্তমানে ব্যাচেলর/ মাস্টার্স) কিংবা কোন কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। মেধাবী, পরিশ্রমী, ভিন্ন সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী, জাপানের আইন-কানুন মেনে চলতে হবে। জাপানীজ ভাষায় লেভেল N4 পাশ করতে হবে।
পড়াশোনার সময়সীমা: জাপানে তিন বছর পড়াশোনা। **বিশেষ শর্ত:** শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করে পরবর্তী পাঁচ বছর কলেজের অন্তর্ভূক্ত কোম্পানীতে নার্সিং জব করতে হবে। পড়াশোনার সময় পার্টটাইম জব করে **মাসিক:** ১-১.৫ লক্ষ টাকা উপার্জনের সুযোগ। পড়াশোনা শেষে: ২-২.৫ লক্ষ টাকা মাসিক বেতনের চাকুরি ১০০% গ্যারান্টিড। আর শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, চলে আসুন এবং যোগ দিন জাপানের নার্সিং কোর্সে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: আমরা জাপানিজ ভাষা কোর্স প্রদান করে যাবতীয় সাপোর্ট দিয়ে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে দেই। আসন সংখ্যা সীমিত। আজই যোগাযোগ করুন।

JAPAN
* মাত্র ৩-৬ মাসের মধ্যে এক অথবা স্বপরিবারে বিনিয়োগ ভিসায় স্থায়ী বসতি করার সুযোগ।
* স্টাডি ভিসা: ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম/ ব্যাচেলর/ মাস্টার্স ও পি এইচ ডি ডিগ্রিতে পড়াশোনায় সীমিত সুযোগ রয়েছে।

ROMANIA
* WORK PERMIT VISA : ২২-৪৮ বছর (রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার ও ফুড ডেলিভারি জব)
* স্টাডি ভিসা ঃ ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম/ ব্যাচেলর/ মাস্টার্স

Worldwide visit visa processing

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)

আগ্রহী প্রার্থীগণ আজই যোগাযোগ করুনঃ

হেড অফিস: বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২
(আমেরিকান দূতাবাসের পর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
info@globalvillagebd.com

প্রয়োজনে আমরা ব্যাংকিং ও স্পন্সরশিপের জন্য প্রাথমিক সহযোগিতা দিয়ে থাকি।

আমরা একমাত্র খ্রিস্টান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিগত ২২ বছর যাবৎ দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছি।

+88 01901-519721
+88 01827-945246
+88 01901-519723
@globalvillageacademybd

বিজ্ঞ/৭৬/২৫

ত্যাগ ও সেবা কী এবং কেন

চয়ন হিউবার্ট রিবেরু

মাদার তেরেজা বলেন, "আমরা যদি প্রার্থনা করি, আমরা বিশ্বাস করি, আমরা যদি বিশ্বাস করি, আমরা ভালোবাসি, আমরা যদি ভালোবাসি, আমরা সেবা করব"। বিশ্বাস, আশা নিয়ে একসাথে সেবা করার ব্রতী হই। তবেই আমরা একত্রে মিলে গড়ে তুলতে পারব ন্যায়, শান্তি, আনন্দ ও ভ্রাতৃত্বের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র।

এবারের ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২৫-এর মূলসুর হ'ল **"এসো, বিশ্বাস ও আশায় এক সাথে যাত্রা করি"**। পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকালীন বার্তায় উল্লেখ করেছেন, এই বিশেষ ত্যাগ ও সংযমের সময় আমাদের উচিত একসঙ্গে পথ চলা আশা ও ন্যায়ের পথে। তপস্যাকাল আত্মশুদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে, পাশাপাশি এটি অন্যদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনুপ্রাণিত করে। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, যিশুর মৃত্যু থেকে পুনঃজীবন লাভ মানবজাতির জন্য মুক্তির বার্তা বহন করে, যা সব ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বার্তা শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্য ত্যাগ, সংযম এবং মানবতার আহ্বান হিসেবে ধরা যেতে পারে। তপস্যাকাল আত্মশুদ্ধির সুযোগ দেয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ও সময়ের আবর্তে এবং বিবর্তনের ফলে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, বর্ণ, গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু একই আদি পিতা-মাতার উত্তরসূরী হিসাবে বিশ্বমানব একে অপরের ভাই-বোন। মানুষ হিসাবে আরেক মানুষের সুখে-দুঃখে সম-অংশীদার হওয়া এবং তার প্রতি সাধ্যানুসারে সহানুভূতিশীল হওয়া প্রতিটি ধর্মেই বলা আছে। মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন ও বিশ্বাসের চর্চা করা, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসাবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু তিনি অদৃশ্যমান, তাই আমরা দৃশ্যমান পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, প্রতিবেশিসহ সকল গরিব-দুঃখী মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের সেবা করা ও তাদের দুঃখ-কষ্ট নিরাময় করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি ও তাঁর প্রত্যাশিত পথে চলে শান্তিময় একটি পৃথিবী গড়তে পারি।

আমরা শুধুই প্রতিনিয়ত পেতে চাই, এ পাওয়ার ইচ্ছাই আমাদের দিন দিন স্বার্থপর করে তুলছে। আর ব্যক্তি স্বার্থপরতা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে বহু অকল্যাণকর ও মানবতা বিরোধী নানাবিধ কর্মতৎপরতায় সক্রিয় রয়েছে। গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে, জাতিতে, জাতিতে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে আজ স্বার্থের প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষ মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে বরং প্রতিযোগিতা ও অসহনশীলতায় মেতে উঠেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মানব জাতির ধ্বংস অনির্বায। তাই প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং এগুলোর প্রতিকারের জন্য আমাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস, আশা, ভালোবাসা ও সেবার মনোভাব নিয়ে একে অপরকে সহায়তা করা অতিব জরুরী। এ পরিস্থিতিতে ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের এ বছরের মূলসুর: **"এসো, বিশ্বাস ও আশায় এক সাথে যাত্রা করি"** বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

ডিজিটাল যুগে মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন ও ধরন পূর্বের তুলনায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের সব প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতির উপর শুরু হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ। উদ্ভিদ ও জীবজগৎ ধ্বংস করার ফলে এ পৃথিবীর পার্থিব পরিবেশ ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, তাপ প্রবাহ, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিধ্বস, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ও নতুন নতুন রোগ ও দুর্যোগের কবলে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে দেশ ও জনপদ। আমাদের অস্তিত্বের জন্যই আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে হবে, প্রযুক্তির যুগে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে হলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সকলকে নিয়ে আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।

এবারের মূলসুর "এসো, বিশ্বাস ও আশায় এক সাথে যাত্রা করি"- এর আলোকে এই যাত্রাপথে আমাদের জীবনের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি- সর্বদা আশাবাদী থাকা এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধারণ করা; সামাজিক ন্যায়বিচার ও শান্তির জন্য কাজ করা; এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হওয়া।

ইসলাম ধর্মে সংযম, ধৈর্য, এবং দানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামে ত্যাগ (কোরবানি), দান-সদকা (জাকাত, সাদাকা, ফিতরা), ও মানব সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে মানুষের উপকার করে" (আল হাদিস)। রমজান মাসে রোজা রাখা, আত্মসংযম করা, জাকাত প্রদান করা-এসবের মূল উদ্দেশ্যই হলো ধৈর্য, সহানুভূতি ও দানের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। পবিত্র রমজানের রোজা আত্মশুদ্ধির একটি মাধ্যম, যেখানে সংযম চর্চা করা হয় এবং দানের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানো হয়। আমাদের জীবনের জন্য রমজান মাসের তাৎপর্য অনুধাবন করে রোজা ও দানের মাধ্যমে ত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করা; নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য সংযমের চর্চা করা; ইসলামিক শিক্ষার আলোকে অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া; এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়ানো।

হিন্দু ধর্মে তপস্যা, দান এবং সেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে: "যে নিজের স্বার্থ না দেখে অপরের বল্যাণ করে, সেই প্রকৃত ধার্মিক"। হিন্দু ধর্মের করুণা, অন্নদান ও সেবার শিক্ষার মধ্যে পোপ মহোদয়ের আহ্বানের সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যায়। পবিত্র গীতার শিক্ষার আলোকে, প্রকৃত ধর্ম হলো পরোপকার ও সহানুভূতি। এ শিক্ষার আলোকে আমাদের আহ্বান করা হয় অন্নদান ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা; অহংকার ত্যাগ করে বিনয়ী জীবনযাপন করা; এবং আশাবাদী থেকে জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

খ্রিস্টধর্মের মূল ভিত্তি ত্যাগ ও ভালোবাসার

ওপর দাঁড়িয়ে আছে। খ্রিস্টধর্মে যিশুর ত্যাগ, ভালোবাসা, ও ক্ষমার বার্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেলে বলা হয়েছেঃ "তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাসো *(লূক ১০:২৭)*। তপস্যাকালে খ্রিস্টানরা আত্মশুদ্ধি, প্রার্থনা ও সেবার মাধ্যমে যিশুর ত্যাগকে স্মরণ করে। যিশুখ্রিস্ট মানবজাতির মুক্তির জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। এই আত্মত্যাগ আমাদের শিক্ষা দেয় গরিবদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা; গির্জায় প্রার্থনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করা; অসুস্থ ও দুস্থদের জন্য স্বেচ্ছাসেবী কাজ করা; এবং মানবতার কল্যাণে কাজ করা।

বৌদ্ধ ধর্ম অহিংসা, সংযম, এবং দয়ার শিক্ষা প্রদান করে। গৌতম বুদ্ধ বলেছেনঃ "নিজের সুখের জন্য নয়, বরং সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করো"। তপস্যাকালীন বার্তা বৌদ্ধ ধর্মের শীল (নৈতিকতা), সমাধি (মনোসংযম), ও প্রজ্ঞা (বোধপ্রাপ্তি) চর্চার সঙ্গে একাত্ম। এই একাত্মতা আমাদের তাড়িত করে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াতে ও জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নেওয়া; অহিংসা ও সহমর্মিতার চর্চা করা; এবং ধ্যান ও সংযমের মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

পবিত্র রমজান ও প্রায়শ্চিত্তকাল এই দুই মহিমান্বিত সময় আমাদের সামনে উপস্থিত। রমজান মাসে মুসলিম সম্প্রদায় সিয়াম সাধনা, প্রার্থনা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। অন্যদিকে, খ্রিস্টান সম্প্রদায় প্রায়শ্চিত্তকালে উপবাস, প্রার্থনা ও অনুশোচনার মাধ্যমে যিশুখ্রিস্টের ত্যাগ ও পুনরুত্থানকে স্মরণ করে। এই সময় আমাদের আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার একটি বিরল সুযোগ এনে দেয়।

বাংলাদেশে আমরা বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে বসবাস করি। এই তপস্যাকাল আমাদের জন্য একটি সুযোগ এনে দেয়, যেখানে আমরা আমাদের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারি। আমরা যদি বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে, আমাদের সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বজায় রাখার গুরুত্ব আগের চেয়ে আরও বেশি হয়ে উঠেছে।

এছাড়া বর্তমান বাস্তবতাকে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাই ভোগবাদ, বস্তুবাদ, ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সংস্কৃতি চর্চা করতে করতে মানুষ অনেক বেশি স্বার্থপর এবং কঠিন মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠছে; মানুষ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং স্রষ্টার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে, ফলে একসাথে যাত্রা, মিলে মিশে থাকার জায়গাটি দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে জন্ম না নেওয়া মানব শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ পর্যন্ত নানাভাবে আক্রান্ত এবং সহিংসতার শিকার। পৃথিবীর নানা প্রান্তে শরণার্থী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুরা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। একইভাবে পরিবেশগত দুর্যোগ, বিশ্বের সম্পদের অসম বন্টন, মানব পাচার, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যে পৃথিবী সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। ফলে অভিবাসী, শরণার্থী, দরিদ্র ও হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে আয় বৈষম্য। অন্যদিকে দারিদ্র্য হ্রাসের গতিও কমেছে।

মানুষের স্বার্থপর মনোভাবের কারণে প্রকৃতিও বিরূপ হয়ে উঠছে এবং আমাদের বসতবাটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত গবেষক একসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে 'বিশ্ব ভয়াবহ বিপর্যয়ের' মুখে রয়েছে বলে সতর্কতা জারি করেছেন। পরিবেশ প্রশ্নে মানুষ যেভাবে চলছে, সেই পথের পরিবর্তন না করলে মানুষকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বজুড়ে কার্বণ নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এই

নিঃসরণ ব্যাপক হারে না কমালে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে অন্তত কিছু অংশ একেবারে তলিয়ে যাবে যেখানে ৩০ কোটি মানুষ বাস করছে। এখনই যদি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিকসমূহ রোধ করা না যায় তাহলে মানবসভ্যতা প্রচণ্ড হুমকির মধ্যে পড়বে এবং ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই ক্ষেত্রে বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য অত্যধিক ব্যয় করার বিষয়টির সঙ্গে জলবায়ু সংকটের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা অদৃশ্যমান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে আমরা দেখতে পাই এবং এ সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা ও ভূমিকা পালন কিংবা অবদান রাখাই হচ্ছে দয়ার ধর্ম। অর্থাৎ মানুষের সেবা, প্রেম, এবং উপকারই দয়া। দয়া বলতে শুধুমাত্র দরিদ্র, অন্ধ, অনাথ, ভিক্ষুককে কিছু সাহায্য দান করা বোঝায় না, নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে সাহায্য করাকেই বোঝায়। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে জীবনধারণ এবং সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত।

মাদার তেরেজা তার মানব সেবা ও দরিদ্রদের ভালোবাসার মাধ্যমে পৃথিবীতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, ভালোবাসা কথাগুলো হয়তো খুব সংক্ষিপ্ত ও সহজ হতে পারে, কিন্তু এর প্রতিধ্বনী কখনো শেষ হয়না।" তিনি আরও বলেন, "ঈশ্বর আমায় ডাকেন, তাদের সেবা করতে যারা পরিত্যক্ত, গৃহহীন, বস্ত্রহীন তাদের সেবার জন্য- দরিদ্রতম মানুষের সেবার জন্য।" তিনি পিছিয়ে পড়া, বঞ্চিত জনগণ, গৃহহীন, বস্ত্রহীন, প্রতিবন্ধী, অসহায় লোকদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও ভালোবাসাময় সেবা দিয়ে, মমতাভরে কোলে তুলে নিয়েছেন। তিনি বলতেন, "ঈশ্বরের কাছে ছোট জিনিস অনেক বড়; নির্ভর করে কতটা ভালোবাসা দিয়ে আমরা তা করি।" তিনি আরও বলতেন,"আমাদের মধ্যে সবাই সব বড় কাজগুলো করতে পারবে না, কিন্তু আমরা অনেক ছোট কাজগুলোও করতে পারি আমাদের অনেক বেশী ভালোবাসা দিয়ে।" মানুষ হিসেবে মানবিক মর্যাদা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে কিছু অংশ জনকল্যাণে দেয়া হলে অনেক মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হতে পারে এবং শিশু, মা, অসুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারে। মানুষের মনে সৃষ্টিকর্তার ডাক শোনার জন্য এবং বোঝার জন্য মানুষের হৃদয় মন উন্মুক্ত করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে; যেন তাঁর সাথে পুনর্মিলন হয়। পুনর্মিলনের মাধ্যমে মানুষের মনের কঠিন বরফ গলে এবং তারা অভাবী, অসহায় দরিদ্র মানুষের আহাজারি শুনতে পারে। সর্বাপেক্ষা অভাবীদের জন্য দান করার মাধ্যমে সম্পদ সহভাগিতা করতে হবে এবং এই দানের বিষয়টি সদিচ্ছাসম্পন্ন নারী-পুরুষ সকলের কাছে আবেদন জানাতে হবে। আমরা যদি একে অপরকে শ্রদ্ধা করি, মর্যাদা দেই, প্রকৃতির

যত্ন নিই, তাহলে আমাদের এই পৃথিবী শান্তির পৃথিবী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের সকলের উচিত যার যার সামর্থ্য অনুসারে একে অন্যকে ভালোবাসা নিয়ে সাহায্য করা; শুধু আর্থিকভাবে নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবেও। আমরা যদি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে, আমাদের প্রয়োজন থেকে দরিদ্র মানুষের জন্য সামান্য ত্যাগ করি, মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি সহমর্মী হয়ে আমাদের দানশীলতার হাত বাড়িয়ে দেই তাহলে আমাদের এই বিশ্বে অভাব-অনটন, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিভেদ, অবিশ্বাস থাকবে না; আমাদের এই বিশ্ব হয়ে উঠবে সুখ-শান্তি-সম্প্রীতি, ন্যায্যতা ও মর্যাদার এক আদর্শ আবাসভূমি। এই মূল্যবোধগুলো যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ ও চর্চা করি, তার আহ্বান জানিয়েই কারিতাস বাংলাদেশ ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৫ বাস্তবায়ন করছে।

ত্যাগ ও সেবা শব্দ দু'টোর সঙ্গে দান শব্দটির একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্বার্থহীন ব্যক্তিই সাধারণতঃ দান, ত্যাগ ও সেবা প্রদান করে থাকে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষকেই স্বার্থপর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বার্থেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বলেন, "আমরা কসাই, শুঁড়ি বা রুটিওয়ালার বদান্যতাহেতু আহার প্রত্যাশা করি না, তারা তাদের স্বার্থেই খাদ্য সরবরাহ করে। আমরা তাদের মানবতাবোধের কাছে আবেদন করি না, বরং তাদের স্বার্থপরতার উপর নির্ভর করি, কখনও আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি না, বরং তাদের সুবিধার কথা বলি।" এ ধরনের স্বার্থপর অর্থ ব্যবস্থায় দান, ত্যাগ ও সেবার কথা অনেকটাই অযৌক্তিক আচরণ বলে প্রতীয়মান হয়। তা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে বিশেষভাবে 'দান' বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না।

দান, ত্যাগ ও সেবা মানুষের এমন এক ধরনের আচরণ যা বাস্তবায়ন করতে তাকে ঝুঁকির বিনিময়ে অন্যের উপকার করতে হয়। একই মানুষ একদিকে স্বার্থপর, আবার অন্যদিকে স্বার্থহীন আচরণ করে থাকে। অর্থনীতির দৃষ্টিতে আপাত বিরোধী প্রবণতার এ ব্যাখ্যা ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম দিয়েছেন এভাবে, মানুষ নিজেকেও ভালোবাসে (স্বার্থপর) এবং শত্রু ছাড়া অন্যদেরও ভালোবাসে (পরার্থপর)। প্রত্যেক মানুষই প্রতিনিয়ত অপরের জন্য দান, ত্যাগ ও সেবা করে যাচ্ছে। নিম্নে দান, ত্যাগ ও সেবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো।

ত্যাগ

'ত্যাগ' গ্রিক শব্দ **Austeros** থেকে এসেছে যার ইংরেজী শব্দ **Austere** এবং ল্যাটিন শব্দ **Austerus**। আর বাংলা অর্থ হলো তপস্যা। আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে মূলতঃ ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনা এবং সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠস্বর হৃদয়ে উপলব্ধি করাই হলো তপস্যা বা ত্যাগ। অতিমাত্রায় বা অতি অল্প ত্যাগের কোন অর্থ নেই। ত্যাগ অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রতিটি ধর্মেই ত্যাগ করার উপদেশ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় (দান) কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না" (সুরা আল বাকারা, আয়াত ১৬৭)।

ত্যাগের ক্ষেত্র

১) প্রার্থনা, ২) উপবাস এবং ৩) দান।

প্রার্থনা

প্রার্থনা হলো সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের (ব্যক্তির) মধ্যে সংলাপ। ঈশ্বরের সামনে মুখোমুখি থাকাই প্রার্থনা। সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে ধ্যান করা, তাঁর কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করা, কোন কাজের জন্য ধন্যবাদ দেয়া, কোন অপকর্মের জন্য ক্ষমা যাচ্না করা,

তাঁকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা প্রভৃতি নানা ধরনের প্রার্থনা করা যায়। এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ও ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। প্রার্থনা একজন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে শক্তিশালী ও মানবীয় মূল্যবোধকে বলীয়ান করে। ব্যক্তির মন ও দেহ হালকা করে এবং ঐশ-শক্তি বৃদ্ধি করে। প্রার্থনাপূর্ণ ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন যাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রার্থনা জাগতিক মোহ থেকে অনেক ক্ষেত্রে বিরত থাকায় সহায়তা করে।

উপবাস

উপবাস বা রোজা ত্যাগের একটি উত্তম মাধ্যম যা প্রত্যেক ধর্মেই শিক্ষা দেয়া হয়। আমরা দেখতে পাই ইসলাম ধর্মে ৩০ দিনের উপবাস, খ্রিস্ট ধর্মে ৪০ দিনের উপবাস, সনাতন ধর্মে একাদশী, জন্মাষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, পূজা, সংক্রান্তি ও গুরুত্বপূর্ণ তিথিগুলোতে উপবাস এবং বৌদ্ধ ধর্মেও প্রতি পূর্ণিমার দিনে দুপুরের পর উপবাস রাখার জন্য পরামর্শ বা নির্দেশ দেয়া আছে। উপবাস একটি শরীরবৃত্তীয় ত্যাগ। উপবাস বা রোজার ফলে একজন ব্যক্তির ষড়রিপু সম্বন্ধে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের রিপু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অভুক্ত ব্যক্তির কষ্ট অনুভব করতে পারা যায় বলে উপবাস থাকাকালে একজন ব্যক্তি তার অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। মন ও হৃদয় হালকা হয় বলে আধ্যাত্মিকভাবে মনোযোগী হওয়া সহজ হয়। ঐশ বাক্য হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায় এবং অতীত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়।

দান

নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কিছু অংশ অন্যের সাথে সহভাগিতা করাই দান। অন্যের দুঃখ ও অভাবে প্রয়োজনীয় সহভাগিতা করা সম্পদের সুষম বন্টনের একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। দান বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন - মানবতার কল্যাণে দান, সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য দান, প্রাচুর্য থেকে দান, গরিব-দুঃখী ও অনাথদের জন্য দান, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দান, প্রতিবেশি ভাইবোনদের জন্য দান, ইত্যাদি।

সেবা

সেবা হল নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের কল্যাণার্থে অংশগ্রহণ করা। সেবা ব্যতীত ত্যাগ অর্থহীন, অসার। অন্যের মঙ্গল কামনা করাই সেবার ধর্ম। সেবার অর্থ হল অপরকে ভালোবাসা, অন্যের সুখে-দুঃখে সহভাগিতা করা।

কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযান

কারিতাস উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা অভিযান একটি অন্যতম শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। এ কার্যক্রম কারিতাস কর্মী, সহযোগী প্রাথমিক সমিতির সদস্যবৃন্দ, কারিতাসের সঙ্গে নানাবিধ কাজে জড়িত ব্যক্তি, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, এনজিও অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল জনগণকে নিজেদের বিষয়ে আত্ম-মূল্যায়ন করে জীবনকে সঠিক ও সুন্দরভাবে

পরিচালনার জন্য অনুপ্রাণিত করে। ত্যাগ

ও সেবা অভিযানের সুনির্দিষ্ট দু'টি উদ্দেশ্য হলো:

ক) ত্যাগ ও সেবা কাজ সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে সচেতন করা, সেবা কাজে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং তহবিল সংগ্রহ করা।

খ) কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে কৃচ্ছতা সাধনের মাধ্যমে দেশের গরিব, দুঃস্থ ও বঞ্চিত প্রতিবেশি ভাইবোনদের জন্য দান করে তাদের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে অনুপ্রাণিত করা।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ পরিবারে, সমাজে প্রতিবেশি ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে এবং নিজ নিজ সীমিত আয় ও সম্পদ হতে দরিদ্র সেবায় অংশগ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর

কারিতাস ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম পালন করছে। প্রতি বছরই অভিযানকালীন সময়ে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা বিষয় বা মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। প্রধানতঃ পোপ মহোদয়ের প্রতি বছরের প্রায়শ্চিত্তকালীন বাণীর মূলসুর থেকে ত্যাগ ও সেবা অভিযানের বছরের মূলসুর নির্ধারণ করা হয়। কারিতাস কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং ট্রাস্টের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্যাগ ও সেবা অভিযান কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা সভায় বছরের মূলসুর নির্ধারিত হয়। **ত্যাগ ও সেবা-২৫ অভিযানের মূলসুর নির্ধারিত হয়েছে, "এসো বিশ্বাস ও আশায় একসাথে যাত্রা করি"।**

শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষা উপকরণ যে কোন একটি পরিকল্পিত কাজকে সার্থকভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এ অভিযানকে ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিবছর বিবিধ শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়। এ বছর (বিনিময়-২,০০০ কপি, পোস্টার-৩,৭৫০ কপি, লিফলেট-৩৬,৯০০ কপি, খাম-১,৩৯,৫০০ কপি, ৩০ দিনের পারিবারিক পঞ্জিকা-৩,৬০০ কপি, হোমিলি (Homily)- ৭৫০ কপি, নির্বাহী পরিচালকের চিঠি-৯০০ কপি, স্টিকার-৪,৪৫০ কপি এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-১,১২০ কপি, দান বাক্স ৫৫০টিসহ মোট দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।

ত্যাগ ও সেবা অভিযানের তহবিল

ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

১) ত্যাগ ও সেবা অভিযান সাধারণ তহবিল

কারিতাস কর্মকর্তা-কর্মী এবং প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক দলের সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা সাধারণ তহবিলে জমা হয়। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ত্যাগ ও সেবা অভিযান তহবিলে সর্বমোট ৬১,৯৪,৪৯১ (একষট্টি লাখ চুরান্নব্বই হাজার চারশত একান্নব্বই) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। কারিতাস বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসসমূহে সাধারণ তহবিলের টাকার একটি অংশ অভিযানকালীন শিক্ষা উপকরণ তৈরিসহ বাস্তবায়ন এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অফিসের বিভিন্ন খাতে টাকা ব্যয় হয়।

২) রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র তহবিল

কারিতাস কর্ম এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা এ তহবিলে জমা হয়। সংগৃহীত অর্থ থেকে ২৪০,০০০(দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা রাজশাহী 'রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র ও ১৪টি ডিসপেনসারিতে প্রদান করা হয়েছে। এ গুলোতে প্রতিদিন বহু গরিব রোগী চিকিৎসা সহায়তা নিতে আসেন। যে সকল গরিব রোগী নিজেদের চিকিৎসার খরচ, শহরে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না, তাদের আশ্রয় প্রদানসহ চিকিৎসাকালীন খাদ্যের ব্যবস্থা, ঔষধপত্রাদি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ কেন্দ্র হতে সহায়তা দেয়া হয়।

৩. বিশপ মহোদয়ের তহবিল

খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসীগণ কারিতাস রবিবার-এ গির্জায় যে অর্থ দান করে থাকেন, তা এ তহবিলে সংগৃহীত হয়। প্রতিটি ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ এ তহবিলের অর্থ সরাসরি বিশপ মহোদয়গণের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বিশপগণ ধর্মপ্রদেশের দরিদ্র জনগণের উন্নয়নমূলক কাজে এ তহবিলের অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান - ২০২৪ এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জন্য মূলসুর ছিল : (স্রষ্টার আহ্বানে সাড়া দেই, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই) "Response to the call of Almighty, Stand by the distressed people". মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে মে মাসের ৩১, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (পরবর্তীতে বৃদ্ধি করে জুন পর্যন্ত করা হয়) এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কারিতাস বাংলাদেশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও

আন্তরিকতার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২৪-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প, ট্রাস্ট কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মপল্লীতেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, প্রকল্প এবং মাঠ পর্যায়ে কারিতাসের কর্মী, দলীয় সদস্য, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সহযোগী সংস্থা, উন্নয়ন মিত্রসহ সকল পর্যায়ের জনগণ আন্তরিকভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক) শিক্ষা উপকরণ তৈরী ও বিতরণ

এ অভিযানকে সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জন্য নিম্নের দশ ধরনের শিক্ষা উপকরণ ছাপানো হয়:

বিনিময়	-	২,১০০ কপি
লিফলেট	-	৪২,০০০ কপি
পোস্টার	-	৪,০০০ কপি
খাম	-	১,৩১,০০০ কপি
পারিবারিক পঞ্জিকা	-	৩,৩০০ কপি
উপদেশ সহায়িকা	-	৮০০ কপি
নির্বাহী পরিচালকের বাণী	-	৮২০ কপি
স্টিকার	-	৪,৫০০ কপি

বাকি অংশ ৬ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...

আশার তীর্থযাত্রায় সকলের অংশগ্রহণ

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

প্রায়শ্চিত্তকাল খ্রিস্টমণ্ডলীর উপাসনাচক্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এই সময়টিকে বলা হয় খ্রিস্টমণ্ডলীর বসন্তকাল। প্রকৃতিতে যেভাবে শীতের শেষে গাছের পাতা ঝরে পড়ে বসন্তে নতুন পল্লব বেরিয়ে আসে। ঠিক একইভাবে এই সময় খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনের জরা-জীর্ণতা, ব্যর্থতা, পাপ-কালিমা, অন্ধকার ও শুষ্কতা ঝেড়ে ফেলে পবিত্রতা ও নবীনতার নব সাজে সজ্জিত হওয়ার আহ্বান ধ্বনিত হয়।

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের এই বসন্তের যাত্রাকে আরো ফলপ্রসূ ও বেগবান করার লক্ষ্যে প্রতি বছর কাথলিক খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু পোপ মহোদয় বিশেষ বাণী দিয়ে থাকেন। এ বছরও এর ব্যতিক্রম হয় নি। জুবিলী বছরের মূলভাব 'আশার তীর্থযাত্রী'কে সামনে রেখে এ বছরের উপবাসকালের মূলভাব হিসাবে বেছে নিয়েছেন, "এসো আমরা একসাথে আশায় পথ চলি"। এ বছরের বাণীটি যদিও কিছুটা সংক্ষিপ্ত তথাপি এর গভীরতা, তাৎপর্য ও আবেদন অনেক ব্যাপক ও বাস্তব। পোপ মহোদয় তাঁর বাণীতে উপবাসকালের মূলভাবকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মূলত তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টা করেন।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কোথায় যাত্রা করব? পুণ্যপিতা সুন্দরভাবে উল্লেখ করেন যে, আমাদের যাত্রার গন্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়া। জীবনের মন্দতা, জীর্ণতা, পাপময়তার দাসত্বকে ছিন্ন করে তাঁর দেখানো পথে যাত্রাই হচ্ছে আমাদের সবার লক্ষ্য। প্রাক্তনসন্ধিতে যাত্রাপুস্তকে দেখা যায় যে, ঈশ্বর ইহুদীজাতিকে মিশরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করে তার দেয়া প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য, এবং সেই দেশ থেকে উত্তম ও বিশাল এক দেশে, দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশেই তাদের নিয়ে যাবার জন্য আমি নেমে এসেছি।" ইস্রায়েল জাতি সেই প্রতিশ্রুত দেশে যাবার উদ্দেশ্যে মরুপ্রান্তরে দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাত্রা ক'রে সেখানে পৌঁছেছিলেন *(দ্র. যোশুয়া ৫:৬)*। একইভাবে নবসন্ধিতে আমাদের প্রতিশ্রুত আবাসভূমি এই জগতে নয় বরং স্বর্গে, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে। এজন্যই সাধু পল বলেন, "আমাদের মাতৃভূমি স্বর্গেই রয়েছে, এবং সেই স্বর্গ থেকেই পবিত্রাতারূপে প্রভু যিশুখ্রিস্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা" *(ফিলি ৩:২০)*। সুতরাং এই জগতে আমরা সবাই তীর্থযাত্রা। পোপ মহোদয় এখানে একটু বিরতি নিয়ে আমাদের সকলকে আত্ম-মন বিশ্লেষণ করতে বলেন, আমরা কি আমাদের স্বর্গীয় যাত্রায় যথাযথভাবে হাঁটছি? নাকি অন্য দিকে যাচ্ছি?

তপস্যাকাল উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের বাণীর আলোকে দ্বিতীয় প্রশ্নটি এভাবে করা যেতে পারে, আমরা কাদের দিয়ে যাত্রা করব? এক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান খুবই স্পষ্ট। তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীকে সিনোডাল হতে বলেন অর্থাৎ তিনি সবাইকে নিয়ে একসাথে যাত্রা করতে বলেন। ছোট-বড়, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী, কৃষ্টি-সংস্কৃতির মানুষ, প্রান্তিক ও অবহেলিত ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ সবাইকে সাথে নিয়ে সামনে দিকে এগিয়ে যাবার আহ্বান তিনি জানান। এই যাত্রায় কেউ যেন বাদ না পড়ে বা কাউকে যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয়া না হয়। তিনি বিশেষভাবে শরণার্থী ও বিদেশীদের সাথে জীবন সহভাগিতা ও তাদের বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। আসলে, তিনি স্বর্গরাজ্যের দিকে তীর্থযাত্রায় সমাজের সব ধরনের বৈষম্যের অবসানের আহ্বান জানান। ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে, ধর্মপল্লীতে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ সর্বক্ষেত্রে তিনি সকলের অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দাবী জানান।

প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের জগত সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্যই ছিল, সকলে যেন একসাথে পথ চলে। তাই দেখা যায়, জগতের সমস্ত কিছু সৃষ্টির পর ঈশ্বর মানবজাতি প্রতীক মানুষকে অর্থাৎ নারী-পুরুষকে একসাথে, সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। "পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন" *(আদি ১:২৭)*। ঈশ্বর তাঁর আপন মর্যাদা তাদের দিলেন যাতে তারা একসাথে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, লোভ-হিংসার ঊর্ধ্বে উঠে তারা যেন মিলেমিশে, পরস্পরের প্রতি দরদী, সহনশীল, সহভাগিতা ও ভালবাসায় জীবন-যাপন করতে পারে। যিশুখ্রিস্ট নিজেও এই ব্যাপারে খুবই জোরালো অবস্থান দেখান। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে আমার ভাই-মানুষকে ভালবাসা। তাদের সেবা-যত্ন করা মানে হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বরকেই সেবা করা। তিনি নিজেই যেন এই তীর্থযাত্রার এক চমৎকার রোডম্যাপ জগতের সামনে তুলে ধরেন। "উত্তরে রাজা তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা করেছ, তা আমার প্রতিই করেছ" *(মথি ২৫:৪০)*। আর এরাই শেষে প্রবেশ করবে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত অনন্ত রাজ্যে *(দ্র. মথি ৪৬)*।

তপস্যাকালে বাণীর তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে- এই যে আমরা একসাথে স্বর্গের দিকে একসাথে যাত্রা করব, তার ভিত্তি কি হবে; কিসের উপর নির্ভর করে আমরা সবাইকে নিয়ে পথ চলব? এক্ষেত্রে পোপ মহোদয় জুবিলীবর্ষের মূলভাব "আশার তীর্থযাত্রী"কে সামনে নিয়ে এনে শিক্ষা দেন যে, আমাদের যাত্রার ভিত্তি হবে ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা। প্রাক্তনসন্ধিতে দেখা যায় যে, বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম ঈশ্বরের বাণীতে পূর্ণ আস্থা রেখে আপন দেশভূমি, আত্মীয়-পরিজনসহ সবকিছু পেছনে ফেলে প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রা করেছিলেন, "তখন আব্রাম প্রভুর সেই বাণী অনুসারে রওনা হলেন" *(আদি ১২:৪ক)*। ইস্রায়েলজাতিও একইভাবে মোশীর কথায় বিশ্বাস রেখে প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, "লোকদের বিশ্বাস হল, আর তারা যখন অনুভব করল যে, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের দেখতে এসেছিলেন ও তাদের হীনবস্থা দেখেছিলেন, তখন তারা নত করে প্রণিপাত করল" *(যাত্রা ৪:৩১)*।

আসলে, খ্রিস্টবিশ্বাস হচ্ছে আশার ধর্ম। এখানে হতাশার কোন স্থান নেই। কেননা জগতের হতাশার উৎস ও প্রধান কারণ মৃত্যুকে আমাদের মুক্তিদাতা জয় করেছেন, "হ্যাঁ, সত্যিই, প্রভু পুনরুত্থান করেছেন, ও সিমোনকে তিনি দেখাও দিয়েছেন" *(লুক ২৪:৩৪)*। আমাদের এই আশা কখনো ব্যর্থ হবার নয়, কখনো প্রতারণা করে না, "আর

এই প্রত্যাশা তো ছলনা করে না, কেননা ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে" *(রোমীয় ৫:৫)*। তাই তো, প্রত্যাদেশ গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিশ্রুত 'এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী'র উপর আস্থা রেখেই প্রেরিতশিষ্যগণ সমস্ত ভয়-ভীতি, নির্যাতন, দুঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করে তা প্রচারে আত্মনিবেদন করেছিলেন।

সর্বোপরি, পুণ্যপিতা তাঁর বাণীতে সকলকে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানান। সবাইকে নিয়ে একসাথে যাত্রা করার জন্য মন-পরিবর্তন একান্তভাবে জরুরী। কেননা হৃদয়-মনের পরিবর্তন না হলে তপস্যাকাল তেমন কোন ফল বয়ে আনবে না। এজন্যই প্রতিবছর খ্রিস্টীয় উপবাসকাল এই সুন্দর আহ্বান দিয়েই কিন্তু শুরু হয়। প্রতিটি কাথলিক খ্রিস্টভক্ত এই দিন খ্রিস্টযাগে কপালে বা মাথায় ভস্ম গ্রহণ করেন। যখন তারা যাজকের কাছ থেকে ভস্ম নিতে আসেন, যাজক তখন কপালে ভস্মলেপন করতে করতে যিশুর প্রকাশ্য জীবনের প্রথম বাণীই উচ্চারণ করে বলেন, 'মন-পরিবর্তন কর, মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর' *(মার্ক ১:১৫)*।

গ্রীকশব্দ 'metanoia' 'মেটানোইয়া' মূলত হৃদয়ের বা মনের পরিবর্তনকে বুঝায়। আরো বিস্তারিতভাবে বললে এটি মূলত পূর্বের চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্ম থেকে বেরিয়ে এসে নতুনের দিকে যাত্রা করাকে ইঙ্গিত করে। তবে বাইবেলে এই শব্দটি অনুতাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেখানে পাপ পরিহার ও ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হবার আহ্বান জানানো হয়, "তিনি (যোহন) যর্দনের সমস্ত অঞ্চলে এসে পাপমোচনের উদ্দেশ্যে মন-পরিবর্তনের দীক্ষাস্নান প্রচার করতে লাগলেন" (লুক ৩:৩)। আমাদের বর্তমান বাস্তবতায়ও মন-পরিবর্তনের এই ঐশ আহ্বান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিনিয়ত জীবনকে মূল্যায়ন অবকাশ রাখে। কেননা চারপাশে অনেক মন্দতা, পাপময়তা, অন্ধকারের মধ্যে আমাদের বাস করতে হয়। কখন যে অপশক্তি আমাদের জীবনে কাজ করে অনেক ক্ষেত্রে সচেতন না থাকলে আমরা বুঝতেই পারি না। এজন্য কিছু দিন শেষে কিছু প্রশ্ন নিজের সামনে রাখতে হয় যেভাবে পোপ মহোদয় তার বাণীতে তুলে ধরেন। আমি কি রিপুর দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করছি? ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে জীবন পথে এগিয়ে যাচ্ছি? আমি কি দৃঢ় বিশ্বাসী যে প্রভু আমাকে ভালবাসেন ও ক্ষমা করতে প্রস্তুত? যাদের সাথে বাস করছি, কাজ করছি, উঠতে-বসতে হয়, সময় কাটায়, তাদের সাথে ও সেই জায়গায় আমার আচরণ, মনোভাব কেমন?

আমি ব্যক্তি হিসাবে যে অবস্থানেই থাকি না কেন, উপরোক্ত প্রশ্নগুলো ব্যক্তির অবস্থা জানতে সহায়তা করবে। যখন কেউ নিজেকে জানে, নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তখন সে নিজেকে শুধরে নেবার পদক্ষেপ নিতে পারে। নিজেকে নতুনরূপে সাজাতে পারে। উপবাসের লক্ষ্য মূলত এই দিকেই ধাবিত হয়। চল্লিশদিন না খেয়ে থাকলাম, বিভিন্নভাবে প্রার্থনা-ক্রুশের পথ করলাম, অথচ আমার ভাই-মানুষের সাথে সম্পর্ক ভালো নেই, অন্যকে গ্রহণ করতে পারি না- ঘৃণা করি, অহংকারী-স্বার্থপরতার আচরণ করছি, ভণ্ডামীর আশ্রয় নিচ্ছি, অন্যকে ঠকাচ্ছি, অর্থ-ক্ষমতা-সুনামের মোহে অন্ধ হয়ে আছি- এগুলো থাকলে কোনভাবে তাকে উপবাস বা তপস্যা বলা যাবে না। এগুলো থেকে বেরিয়ে এসে মন-পরিবর্তন ক'রে ঈশ্বরের মনের মতো মানুষ হয়ে উঠাই হচ্ছে প্রকৃত উপবাস; তপস্যাকালের সার্থক ও বাস্তব অনুগ্রহ।

ভালোবাসার রবিবার

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

"কারিতাস অর্থ ভালোবাসা" ও "ভালোবাসার অর্থ হলো কারিতাস"। তপস্যাকালের চতুর্থ রবিবারকে আমরা কারিতাস রবিবার হিসেবে পালন করে থাকি। এই দিনে আমরা বিশেষ প্রার্থনা করে বলি "তোমার রাজ্য আসুক প্রভু, তোমার রাজ্য আসুক। এই নিরাশার পৃথিবীতে, এই হতাশার পৃথিবীতে, এই বেদনার পৃথিবীতে, তোমার রাজ্য আসুক প্রভু, তোমার রাজ্য আসুক" *(গীতাবলী ১৪৯৬)*। যিশুর এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান, গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন সংঘ ও সমিতি বা এনজিও, যাদের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই হলো মানুষের সেবা করা বা মঙ্গল সাধন করা। এই দিনে আমরা বিশেষ করে দরিদ্র, অভাবী, পঙ্গু ও নিপীড়িত জনগণকে স্মরণ করে থাকি। আমরা স্মরণ করি যে, যিশু এই গরীব, হতভাগ্য, দুঃখি মানুষগুলোকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন যেন আমরা তাদের প্রতি প্রেমশীল ও যত্নবান হই। আমরা যেন প্রতিদিন "কারিতাস" বা প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে গরীব-দুঃখী, নির্যাতিত-নিপীড়িত ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে সমাজের প্রতি ভালোবাসা বিলিয়ে দেই। এই ভালোবাসা হলো শুধু কথায় নয় বরং বাস্তবে, অর্থাৎ সমাজের দুঃখি, অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

ফ্রাংকলিন পি. জোনস বলেছেন,"ভালোবাসা হলো সেটাই যা জীবন নামক যাত্রাকে অর্থবহ করে তোলে"। ভালোবাসা তখনই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন 'জীবন' নামক গাড়ীটি সুন্দরভাবে চলতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন উদার ও হৃদয়বান মানুষ, যারা হৃদয় দিয়ে অবহেলিত ও অভাবী মানুষদের জন্য দু'হাত খুলে সাহায্য করে এবং জীবনকে অর্থবহ ও সুন্দর করার জন্য কাজ করে থাকেন। যিশু শুধু চোখ দিয়ে দেখেন না বরং যেখানে যা প্রয়োজন ছিল, সেখানে তা করেছেন, যেমন: তিনি ক্ষুধার্তকে খাবার দিয়েছেন, যে হাঁটতে পারতো না তাকে হাঁটার সুযোগ করে দিয়েছেন, অন্ধকে দেখতে, বোবাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন, মৃতকে জীবন দিয়েছেন, যারা সমাজ থেকে দুরে ছিলো তাদের তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠান করেছেন, পাপীকে পাপ থেকে মুক্ত করেছেন। জীবন একটি রেলগাড়ী, এই রেলগাড়ীকে চলমান রাখার জন্য যা যা প্রয়োজন যিশু তা দিয়ে চলমান রেখেছেন। তিনি মানব জীবনকে অর্থবহ করে তুলেছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যারা যিশুর ভালবাসায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে, হাঁটতে পেরেছে, কথা বলতে পেরেছে, মান-সম্মান ফিরে পেয়েছেন, মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন তারাই সমাজের মাঝে যিশুর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যিশু বিরোধীদের বিরুদ্ধেও জোর গলায় প্রতিবাদ করেছেন। যিশু হৃদয়ের ভালোবাসার সুফল হলো পাপীরা মন পরিবর্তন করেছে, পাপ ও স্বার্থপরতা দূর হয়েছে, অসুস্থ সুস্থ হয়েছে, হারান সম্পদ ফিরে পাওয়া হয়েছে ইত্যাদি।

আজ 'কারিতাস' রবিবারে যিশু তাঁর বাণীর মধ্যদিয়ে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তাঁর প্রিয় ও ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ মানুষ যেন তার মতই পরস্পরকে ভালোবাসে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে বা জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। কারণ যিশুর ভালোবাসার যেমন কোন তফাৎ নেই, তেমনি এর কোন নির্দিষ্ট স্থান-কাল, পাত্র নেই, কারণ সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর মানব সমাজে ন্যায় ও শান্তি স্থাপন, ও মানবের মুক্তির জন্য তাঁর প্রিয় পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। কাথলিক মণ্ডলীও যিশুর ন্যায় দৃশমান হয়ে "কারিতাস"-এর মধ্যদিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। "কারিতাস বাংলাদেশ" বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়ে মণ্ডলী অপর খ্রিস্টের

মতই দুঃখী, নির্যাতিত, অভাবী, অসুস্থ, পঙ্গু, গরীব, অবহেলিত, দৃষ্টিহীন, পিছিয়ে পড়া, অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত, যুব, বৃদ্ধ, শিশু, বিভিন্ন শ্রেণির ও পেশার মানুষদের নিয়ে শুধু কাজ নয়, বরং তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন ভাবে সেবা ও কর্মক্ষম করাতে সাহায্য করে থাকে। যারা অন্ধকারে থাকে তাদের আলোতে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে, যারা পাপের বা মন্দতার মধ্যে আছে তাদের নতুন জীবনের পথ দেখান। আমরা যেন গান করে বলি "সেবা কর দুঃখীজনে, সেবা কর আর্তজনে সেই তো তোর খ্রিস্টসেবা" *(গীতাবলী ২০৭)*। কাথলিক মণ্ডলী একইভাবে "কারিতাসের" মধ্যদিয়ে পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ দিয়ে যাচ্ছে। মণ্ডলী শিক্ষা দিয়ে, সেবা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, দীক্ষা দিয়ে সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও কাজ করে যাচ্ছেন। কাথলিক মণ্ডলীই হলো "ভালোবাসার বা কারিতাস"। যে ভালোবাসা অহংকার করেনা। দেয়না কোন আঘাত। নেই কোন প্রতিশোধের ইঙ্গিত। পরস্পরের চাওয়া ও পাওয়ার মাঝে আছে শুধু ভালোবাসা। মণ্ডলী বিশ্বাস করে যে, "যা কিছু তুমি করেছ অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি, করেছ তা-ই আমার প্রতি" *(গীতাবলী ২১৫)*। অর্থাৎ আমরা সমাজের অবহেলিত মানুষের প্রতি যা করছি, তা করছি যিশুর প্রতি। এভাবেই মণ্ডলী কারিতাসের মধ্যদিয়ে ভালোবাসার কাজ করে যাচ্ছে। কারিতাস এভাবেই গরীব দুঃখী মানুষের সেবায় নিয়োজিত। কারিতাস রবিবারে বিশেষ করে স্মরণ করা হয় যে, গরীব-দুঃখী, অচল-পঙ্গু, নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনগণের কল্যাণে দলগতভাবে ও মণ্ডলীর সাথে এক হয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য কাজ করে থাকেন। "একতাই বল"- এই নীতিতে কারিতাস সমবেত হয়ে সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে সমাজের সার্বিক পরিবর্তন আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। রবার্ট এ হেইনলেইন যেমন বলেছেন যে, "ভালোবাসা হলো এমন একটি শর্ত যাতে অন্যের সুখ এনে দেয়া একটি দায়িত্বে পরিণত হয়ে যায়"।

আমরা দেখতে পাই যে, করিতাস দায়িত্ব নিয়ে কিভাবে সমাজের কমশিক্ষিত যুবাদের জন্য হাতের কাজ শেখা, আসক্তদের জন্য নতুন জীবনের পথে ফিরে আনা, সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করা, আশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি কাজ করে যাচ্ছে। কারিতাসের কোন চাওয়া-পাওয়া নেই, আছে শুধু খ্রিস্টের দয়া ও প্রেমে সকল জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসা দিয়ে আলোর মানুষ হতে সাহায্য করা। কারিতাস ভালোবাসা দিয়ে যিশুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে এবং এই ভালোবাসা দেওয়ার মধ্যদিয়ে যে আনন্দ পাচ্ছে, তাই কারিতাসের চলার শক্তি যুগিয়ে থাকে।

যিশু আমাদের ভালোবেসে আদেশ দিয়ে বলেছেন,"পিতা যেমন আমাকে ভালোবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালোবেসেছি। তোমরা আমার ভালোবাসার আশ্রয়ে থেকো। যদি আমার সমস্ত আদেশ পালন কর, তবেই তোমরা আমার ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকবে, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আদেশ পালন করেছি আর আছি তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে। এসব কথা তোমাদের বললাম, যাতে আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে থাকতে পারে এবং তোমাদের আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হতে পারে। আমার আদেশ হল এই: আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসবে" *(যোহন ১৪: ৯-১২)*। যিশুর এই বাণীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রেখে কারিতাসের মধ্যদিয়ে মণ্ডলী মানুষের মাঝে সেবার ও ভালোবাসার বীজ বপণ করে যাচ্ছে। এই 'ভালোবাসার' বীজ একদিন ফলশালী বৃক্ষ হয়ে সমাজের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। "কারিতাস বাংলাদেশ" হলো সেই বৃক্ষ যার কাছ থেকে মানুষ ফল, ছায়া ইত্যাদি পেয়ে জীবনকে অর্থবহ ও স্বার্থক করে তুলতে পারবে। পিতা ঈশ্বরের বাণী ও আদেশ অনুসারে মানুষের মঙ্গল এবং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য কাথলিক মণ্ডলী কারিতাসের মধ্যদিয়ে, সেবার মধ্যদিয়ে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: উপাসনা সহায়ক, খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে ঐশবাণী ধ্যান এবং পবিত্র বাইবেল।

১৭ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ

মানুষ ভাবতে ঘৃণা লাগে, প্রতিবাদে স্নায়ুর সরোবরে ঝড় ওঠে। আবার ধর্ষণ ও নিপীড়নের কারণে ছাত্রগণ পথে নেমেছে। এতে শিক্ষার অবনতি ঘটছে। শিক্ষার্থীরা এখন রাজপথকেই বেছে নিচ্ছে। কারণ রাজনীতি এখন তাদের হাতছানি দিচ্ছে রাজনীতির নেতা হতে। একাত্তরের প্রেতাত্মারাই যদি তাদের দীক্ষাগুরু হয় তবে জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

স্বাধীনতা আমাদের শক্তি ও প্রেরণার উৎস। স্বাধীনতা বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন। যা কিছু সত্য, সুন্দর, পবিত্র ও জনকল্যাণকর তা প্রতিষ্ঠা করাই সকলের নৈতিক দায়িত্ব। আত্মত্যাগ ও আত্মশুদ্ধিতেই দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হতে পারে। ১৯৭৫ এরপর নতুন ষড়যন্ত্রকারিরা যুক্ত হয়েছিল সেই পুরোনো লক্ষ্য হাসিলের। ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ছিল অসাম্প্রাদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি ধ্বংস করা। ২০২৪ এর বিপ্লব নতুন ধারার বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার। সংঘাতময় এই পৃথিবীতে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাত, সুন্দর-অসুন্দরের সংঘাত, ঘৃণা-ভালোবাসা, শান্তি-অশান্তি, অসুর আর মানবতার সংঘাত। ইতিহাসের অমোঘধারায় ন্যায় ও সত্যকে বারবার মোকাবেলা করতে হয়েছে কুটিল ষড়যন্ত্রকে। আততায়ীদের বুলেটে প্রাণ দিতে হয়েছে আব্রাহাম লিংকন, জন এফ কেনেডি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইন্দিরা গান্ধীর মত মহাপ্রাণ নেতাদের।

তবে সময়ের হাত ধরে আঁধার পেরিয়ে ইতিহাস এগিয়ে যায় পায়ে পায়ে। যা মিথ্যা, বিকৃত, অসুন্দর সেই ইতিহাসের রক্ত, কালের প্রবাহে গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠে ফুলে-ফলে, ফসলের মাঠে, কৃষকের হাসিতে, রাখালের বাঁশীতে আর মাঝির ভাটিয়ালী গানে। আমরা সেই সোনালী মুহূর্তের অপেক্ষায় আছি। তবে স্মরণ রাখতে হবে কোন স্বাধীন দেশ কখনো দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয় না। যারা দ্বিতীয় স্বাধীনতার কথা বলছেন, তারা মূলত একাত্তরের অর্জনকেই অস্বীকার করেছেন। একাত্তর আর দুই হাজার চব্বিশ এক নয়। সংগ্রাম আর বিপ্লব এক কথা নয়। বর্তমানে ক্ষমতার জন্য চলছে নানা ষড়যন্ত্র। প্রজন্মের নবীন যোদ্ধারা অন্ধকারের প্রেতাত্মাদের কুটিল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে জাতিকে আলোর পথ দেখাতে পারবে সেই প্রত্যাশা দেশবাসীর। জাতি এখন একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষায়। ৯০

আমরা কি তলিয়ে যাচ্ছি করাল অন্ধকারে!

সুনীল পেরেরা

মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি দিবসই রক্তের অক্ষরে লেখা এবং সংগ্রামের প্রতীকে, ত্যাগে, আত্মদানে ও গৌরবের অনন্য মহিমায় সমুজ্জ্বল। একাত্তরের চেতনা প্রতিটি বাঙালিকে আলোড়িত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। একথা সত্যি, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল কালজয়ী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। বাঙালির হৃদয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল চিরন্তন। আমাদের ২৬ মার্চের তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাঙালি পেয়েছে একটি নতুন ভৌগলিক ঠিকানা, যার নাম বাংলাদেশ।

কোন দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘোষণাকে অস্বীকার করা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে অবমাননার তুল্য। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাধীন বাংলাদেশের মূল ভিত্তি। একে শুধু সংবিধানের অংশ বললে খাটো করে দেখা হবে। বাঙালি ইতিহাস বিশ্রুত জাতি। অতীতের সত্যকে অতি দ্রুত ভুলে যায়। তারা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বিশ্বাস করে না।

একাত্তরের সেই অগ্নিঝরা দিনে স্বাধীনতার আগুন বুকে নিয়ে রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সর্বস্তরের জনতা। তবে আকস্মিকভাবে আসেনি একাত্তর। হঠাৎ করেই জাগ্রত হয়নি বাংলার মানুষ। থরে থরে বেদনা আর বঞ্চনার পাহাড় জমে উঠেছিল শত বছর ধরে। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বুঝতে পারেনি যে, রণাঙ্গণে শুধু ধর্মীয় উন্মাদনা দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না।

একাত্তরে একজন আরেকজনের কাছে কি চাওয়ার ছিল? একটু আশ্রয়, এক মুঠো অন্ন, এক অঞ্জলি জল, এক টুকরো বস্ত্র, একটু সেবা, একটি স্নিগ্ধ স্পর্শ, একটি মধুর হাসি, একটি প্রিয় সম্ভাষণ। দেশ স্বাধীন হবার পর মাত্র ৪ বছরও পার হয়নি আমরা অকৃতজ্ঞ জাতি নৃশংসভাবে হত্যা করলাম জাতির পিতাকে। কী অপরাধ ছিল তার? অপরাধ তিনি মানুষকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন, ভালোবাসতেন এ দেশকে। আমরা এখানেই ক্ষান্ত হইনি, একে একে হত্যা করেছি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যারা জানবাজী রেখে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল। আর যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে গণহত্যার সামিল হয়েছিল সেই পাকিস্তানপন্থিরা হয়ে যায় দেশপ্রেমিক। মূলত পঁচাত্তরের হত্যাযজ্ঞের পরই সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রতা ফিরে এলো। সেদিনের নিশানা ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক রাজনীতির চর্চা ঘটতে থাকে। অসম্প্রদায়িক উদারপন্থী পক্ষটি অনুদার হলো, অসাম্প্রদায়িকতার ভূমিতে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করল। আমাদের ইতিহাস বিকৃত করে। অনেকে আবার বাংলাদেশের অভ্যুত্থানেই বিশ্বাসী ছিল না।

রাজনীতি করতে হলে হয়তো সৎ মানুষ হওয়া যায় না। তখন মানুষটাকে বাদ দিয়ে রাজনীতিক হতে হয়। তাই মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখা নেতৃত্বের সংখ্যা ক্রমেই সীমিত হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে। অনেকেই বোধ, বুদ্ধি, বিবেক হারিয়ে সত্যকে বিকৃত করে মিথ্যার জয়গান করে ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। এসব পোষ্য ঐতিহাসিকরা প্রশাসনের ছত্রছায়ায় দেশ ও জাতির সর্বনাশ করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না।

বলা হচ্ছে, স্বৈরাচার হটিয়ে আমরা গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। এভাবেই আমরা একটা বিপ্লবের পর সব হারিয়ে পুনরায় সব কিছু ফিরে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হই। কিন্তু বারংবার স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। জুলাই বিপ্লবে অনেকেই হাত গুটিয়ে বসেছিল। এখন অনুকুল বাতাসে গা ঝাড়া দিয়ে লড়াকু মোরগের মত সদর্পে বিপ্লবের ভাগ বসাতে তৎপর। ক্রমেই আমরা নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছি মধ্যযুগীয় অন্ধকারে, কূপমণ্ডুকতার আবিল হয়ে উঠবে আমাদের জীবন। আবেগের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলছি বলে আমাদের যুক্তির চোখ এখন রুদ্ধ। অন্ধ আবেগ সকল যুক্তির শালীনতাকে বর্বরভাবে বর্জন করে, যা স্বাভাবিকভাবেই মানব সমাজ ও মানবতাবাদের গুরুতর ক্ষতি সাধন করে।

এখন কেবলই হিংসার উল্লাস আর মৃত্যুর হুংকার। মৃত্যু এখন পায়ে পায়ে হাঁটে। চারিদিকে কেবলই মর্মন্তুদ মৃত্যুর হুংকারে মানুষ ভয়ে, শোকে, সন্তাপে, বেদনায়-বিষাদে কুঁকড়ে যাচ্ছে। হিংসা আর ঘৃণা মিথ্যের কাঁধে ভর করে ছড়িয়ে পড়ছে আলোর গতিতে। সমাজে হিংসা, ঘৃণা দূর করে সত্য, সাম্য ও ভালোবাসা রোপন করার মত মানুষ বিরল। সবারই যেন মনুষ্যত্ব পায়ে পিষে ধর্মান্ধতার জয়গান করতেই তৎপর।

বলা হচ্ছে রাজনীতি এখন শিক্ষার মাথা খাচ্ছে। ধ্বংস করা হচ্ছে আমাদের আদর্শ, আস্থা ও ভরসাকে। সঙ্গোপনে হত্যা করা হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস ও চেতনাকে। যে বিশ্বাস ও চেতনাকে অন্তরে ধারণ করে একাত্তরে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলাম। যত বিভাজন দল নিয়ে, জাত নিয়ে, ধর্ম নিয়ে। সবই হচ্ছে স্বার্থের প্রয়োজনে। দেশকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে ভুল রাজনীতি আর অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে। উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া সারা দেশ। সর্বত্রই চাটুকার আর লুটেরাদের দাপট। তারা সত্যকে লুকিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অবলীলায় আরেকটা মিথ্যা বলে যাচ্ছে যখন তখন। অর্থ আর ক্ষমতার দাপটে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। এখন আমাদের চলার গতি ক্রমশই নরকের পথে করাল অন্ধকারে তলিয়ে যাবার পথে। যত্রতত্র শিশু ও নারীরা ধর্ষিতা হচ্ছে। নিষ্ঠুরতার সীমা নেই, বর্বরতার শেষ নেই। বর্বরতার কাছে অহর্নিশি পরাজিত হচ্ছে মানবতা।

রাজনীতিবিদরা এখন শুধু দল নিয়ে ব্যস্ত। কিভাবে ক্ষমতায় যাওয়া যায় সেই চেষ্টাই চলছে প্রকাশ্যে, গোপনে, পর্দার অন্তরালে। দলের সাঙ্গপাঙ্গরা এখনই নানা অপকর্মে হাত পাকাচ্ছে। তাই ছাত্র-জনতা বুঝতে পেরেছিল বিপ্লবের আগুন না জ্বালালে শোষণ-নির্যাতন বন্ধ হবে না। বিপ্লবের ফসল তোলার আগেই চারপাশে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চাষবাস হচ্ছে। এতদিন যত বিষাবাষ্প অন্তরে সঞ্চিত ছিল সব এখন উগড়ে দিচ্ছে। আমরা ক্রমেই ভুলে যাচ্ছি দেয়ালের লিখন। অতীত ইতিহাস থেকে যারা শিক্ষা নিতে পারে না তাদের ধ্বংস বা পতন অনিবার্য।

ভাবাবেগে অন্যের প্ররোচনায় কত বর্ষীয়ান ও স্বনামধন্য শিক্ষক, শিল্পীসহ ভালো মানুষদের অসম্মান করেছি, এতসব অপরাধ ও অমানবিকতা দেখে নিজেকে

বাকি অংশ ১৬ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...

প্রায়শ্চিত্তের গল্প: বিশালের শিক্ষা

এক গ্রামে বিশাল নামে এক ছেলেকে সবাই খুব ভালোবাসত। তবে তার একটা বদভ্যাস ছিল সে মাঝে মাঝে মিথ্যা বলতো এবং অন্যদের ক্ষতি করে মজা পেতো।

ঘটনাটি শুরু হলো এক বাগান থেকে.....

গ্রামের এক বৃদ্ধ লোকের ছিল সুন্দর একটি আম বাগান। বিশাল প্রায়ই সেখানে গিয়ে আম পাড়ত, যদিও সে জানতো এটা ঠিক নয়। একদিন সে গোপনে বাগানে ঢুকে গাছ থেকে কয়েকটা পাকা আম তুললো। কিন্তু ঠিক তখনই বৃদ্ধ লোকটি দেখে ফেললেন।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "বিশাল, তুমি কি চুরি করছো?"

বিশাল ভয় পেয়ে বললো, "না, দাদু! আমি তো শুধু গাছ দেখছিলাম!"

বৃদ্ধ মৃদু হেসে বললেন, "মিথ্যা বলছো কেন, ছেলে? মনে রেখো, প্রতিটি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।"

প্রায়শ্চিত্তের সময়

সেদিন রাতে বিশালের মনে এক অদ্ভুত অস্থিরতা কাজ করছিল। সে বুঝতে পারল যে মিথ্যা বলা এবং অন্যের জিনিস না জিজ্ঞেস করে নেওয়া ঠিক হয়নি।

পরের দিন সকালে সে বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললো, "দাদু, আমি ভুল করেছি। আমি সত্যি আম পেড়েছিলাম, কিন্তু আর করবো না। আমি কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি?"

বৃদ্ধ বললেন, "তুমি যদি সত্যিই তোমার ভুল বুঝতে পারো, তাহলে তিনটি কাজ করো। উপবাস, প্রার্থনা, এবং দানশীলতা।"

প্রথম ধাপ: উপবাস

বিশাল সেদিন দুপুর পর্যন্ত উপবাস করলো, যাতে সে তার ভুল সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে পারে। সে বুঝলো যে ক্ষুধার্ত থাকাটা কষ্টের, এবং অন্যদের ক্ষতি করলে তারাও কষ্ট পায়।

দ্বিতীয় ধাপ: প্রার্থনা

সে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করলো, "প্রভু, আমাকে মিথ্যা বলা ও অন্যের ক্ষতি করার বদভ্যাস থেকে মুক্তি দিন। আমি যেন ভালো কাজ করি।"

তৃতীয় ধাপ: দানশীলতা

এরপর বিশাল তার সঞ্চিত টাকার কিছু অংশ দিয়ে গ্রামের গরিব শিশুদের জন্য খাবার কিনলো এবং বৃদ্ধ লোকের বাগানের যত্ন নিতে সাহায্য করলো।

বৃদ্ধ হাসিমুখে বললেন, "তুমি সত্যিই পরিবর্তিত হয়েছো, বিশাল। এটি হলো প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং ভালো কাজ করা!"

সেদিন থেকে বিশাল আর কখনো মিথ্যা বলেনি বা অন্যের জিনিস নেয়নি। সে গ্রামের সবার প্রিয় হয়ে উঠলো, কারণ সে একজন সত্যবাদী ও দয়ালু ছেলে হয়ে গিয়েছিল।

শিক্ষা: *ভুল করলে লুকানোর বদলে তা স্বীকার করা উচিত এবং সঠিক পথে ফিরে আসার চেষ্টা করা উচিত। উপবাস, প্রার্থনা ও দানশীলতা আমাদের মনকে বিশুদ্ধ করে এবং আমাদের ভালো মানুষ হতে সাহায্য করে।*

-প্রতিবেশী ডেস্ক

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

Angelin Benedicta Gomes
Class-IV
Bottomley Homes Girls High School

কন্যাশিশু গাছটিকে বাড়তে দাও

ক্ষুদীরাম দাস

কন্যাশিশু গাছটিকে বাড়তে দাও
কন্যা শিশুরা বাড়ন্ত সবুজ
চারাগাছের মতো খুবই দ্রুত বেড়ে উঠে।
আমাদের যত্নে
আমাদের আদরে
আমাদের স্নেহে
আমাদের মায়ায়
আমাদের মমতায়
আমাদের ভালোবাসায়
ওরা বড়ো হবে একদিন।
ওদের অবদানে পৃথিবীটা সবুজ হবে।
হবে প্রকৃতির মতো নির্মল
হবে প্রকৃতির মতো সুন্দর।

আলোচিত সংবাদ

জাতিসংঘ মহাসচিবের বাংলাদেশ সফর

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সম্প্রতি চার দিনের (১৩-১৬ মার্চ ২০২৫) বাংলাদেশ সফর সম্পন্ন করেছেন। তাঁর এই সফর মূলত বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য ও বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি আলাপ-আলোচনা করেন। ১৪ তারিখ সকালে তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং দুপুরের পর কক্সবাজারে অবস্থিত রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনে যান। সেখানে এক লাখ রোহিঙ্গার সঙ্গে ইফতারে অংশ নেন আন্তোনিও গুতেরেস ও ড. ইউনূস।

পরের দিন জাতিসংঘের ঢাকা কার্যালয় পরিদর্শন ছাড়াও তিনি নাগরিক সমাজের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই দিন তাঁর সম্মানে প্রধান উপদেষ্টার আয়োজিত ইফতার ও নৈশভোজে তিনি যোগ দেন। ১৬ তারিখে সকালের দিকে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন।

সংস্কার প্যাকেজ ছোট হলে ভোট ডিসেম্বরে, আর বড় হলে ভোট আগামী বছর জুনে: প্রধান উপদেষ্টা

চলতি বছরের ডিসেম্বরে কিংবা আগামী বছরের জুনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে, বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো যদি 'সংক্ষিপ্ত সংস্কার প্যাকেজ' নিয়ে একমত হয়, তবে নির্বাচন ডিসেম্বরেই হতে পারে। তবে তারা যদি 'বৃহৎ সংস্কার প্যাকেজ' গ্রহণ করে, তাহলে নির্বাচন আগামী বছরের জুনে অনুষ্ঠিত হবে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস তেজগাঁওয়ের কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকের সময় তিনি নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় নিয়ে এ কথা বলেন। বৈঠকে বাংলাদেশে সংস্কার উদ্যোগের প্রতি জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতি পুর্নব্যক্ত করেন গুতেরেস।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অন্তবর্তী সরকারের গঠিত ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের বিষয়ে ইতিমধ্যে প্রায় ১০টি রাজনৈতিক দল তাদের মতামত জমা দিয়েছে। তিনি বলেন, দলগুলো ছয়টি কমিশনের সুপারিশগুলোর সঙ্গে একমত হলে, তারা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে; যা দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের পাশাপাশি রাজনৈতিক, বিচারিক, নির্বাচন সংক্রান্ত, প্রশাসনিক, দুর্নীতি দমন ও পুলিশ সংস্কারের একটি রূপরেখা হবে।

ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দল 'জাতীয় নাগরিক পার্টি'

দেশে ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দলের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। দলটির নাম দেওয়া হয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি। বৃহস্পতিবার দলীয় সূত্রে এই নাম জানা গেছে। নতুন এই দলের শীর্ষ ৬ পদে নেতৃত্ব চূড়ান্ত হয়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক হচ্ছেন নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন। নতুন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক হচ্ছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আর দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হচ্ছেন হাসনাত আবদুল্লাহ ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

নতুন কমিটি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত নেতৃত্ব দেবে বলে জানা গেছে। এজন্য দলের আহ্বায়ক কমিটির আকার বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কমিটির একটা খসড়া তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এতে জুলাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সম্মুখযোদ্ধাদের স্থান দেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে। এছাড়াও জুলাই আন্দোলনের আলোচিত নারী নেত্রীরা নতুন দলে জায়গা পাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

সাত কলেজ নিয়ে হচ্ছে 'ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি'

ঢাকার সরকারি সাত কলেজকে নিয়ে যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হতে যাচ্ছে, তার নাম হবে "ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি" (ডিসিইউ)। রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অডিটরিয়ামে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের ৩২ সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজসহ অন্যদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই নাম চূড়ান্ত হয়। তবে এর কার্যক্রম শুরু হতে বেশ সময় লাগবে। এজন্য আগামী ২০৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাই নাম চূড়ান্ত হলেও ২০৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অধীনে স্বতন্ত্র নজরদারি সংস্থা কাঠামো থেকে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে সাত কলেজ। এদিকে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির মূল ক্যাম্পাস কোথায় হবে, সেটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

এই কলেজগুলো একসময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর এই সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়েছিল; কিন্তু অধিভুক্ত করার পর থেকে যথাসময়ে পরীক্ষা নেওয়া ও ফল প্রকাশসহ বিভিন্ন দাবিতে সময় সময় আন্দোলন করে আসছেন এসব কলেজের শিক্ষার্থীরা। আট বছরে ক্ষুদ্র সমস্যাগুলোই পুঞ্জীভূত হয়ে বড় রূপ নেয়। এখন সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নাম ঠিক করলো এই কমিটি।

বাংলাদেশে 'সংখ্যালঘু নির্যাতন' যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের মূল জায়গা: তুলসী গ্যাবার্ড

বাংলাদেশে 'সংখ্যালঘু নির্যাতন' যুক্তরাষ্ট্রের 'উদ্বেগের একটি মূল জায়গা জুড়ে' রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, দেশটির গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ড। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা প্রধানদের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে নয়াদিল্লি সফররত তুলসী গ্যাবার্ড সোমবার এনডিটিভি ওয়ার্ল্ডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, কাথলিক ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে চলমান দুর্ভাগ্যজনক নিপীড়ন, হত্যা ও অন্যান্য নির্যাতন যুক্তরাষ্ট্র সরকার, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনের উদ্বেগের একটি প্রধান ক্ষেত্র। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন তুলসী গ্যাবার্ড।

কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি

কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মার্ক কার্নি। তিনি জাস্টিন ট্রুডোর উত্তরসূরি হিসেবে জয়ী হয়েছেন। দেশটির পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বাণিজ্য যুদ্ধে জয়ী হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন মার্ক কার্নি।

তথ্যসূত্র : প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ, দৈনিক ইনকিলাব।

মুশরইল ধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার

বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস: গত ১২ মার্চ সাধু পিতর ধর্মপল্লী মুশরইলে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন কর্তৃক আয়োজিত হয় দিনব্যাপি যুব সেমিনার। এ সেমিনারের মূলসুর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল "যুবক, আমি তোমাকে বলছি ওঠ"। দিনব্যাপি এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করে রাজশাহী শহরস্থ বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও নার্সিং-এ ছাত্র-ছাত্রী, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের ভলেন্টিয়ার, এনিমেটর ও ফাদার-সিস্টারসহ মোট ১৬৪ জন।

সেমিনারের সূচনা হয় প্রার্থনা, পবিত্র আত্মার গান, ভক্তিমূলক নৃত্য এবং প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশপ হাউজের পরিচালক ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের সম্মানিত উপদেষ্টা ফাদার নবীন পিউস কস্তা, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ড. আরোক টপ্য, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর রাজশাহী এপির সিনিয়র ম্যানেজার ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের সম্মানিত উপদেষ্টা লুক লোটাস চিসিম, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের কো-অর্ডিনেটর ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ, মুশরইল ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের সহকারী কো-অর্ডিনেটর ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস আইন্দ। অতিথীগণ প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে এ যুব সেমিনারের শুভ সূচনা করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ফাদার নবীন পিউস কস্তা বলেন, মণ্ডলীতে ছোট বড় সবার জন্য বিভিন্ন ধরণের গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে; আর তাই হয়তো বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতেও আমাদের খ্রিস্টান যুবারা বিভিন্নভাবে ভালো আদর্শ দেখিয়ে যাচ্ছে, আর যার কারণে আমি বলবো আমাদের গঠন এখানেই স্বার্থক।

বিশপ মহোদয় উপস্থিত যুবক-যুবতীদের বলেন, আমাদের মনোভাব এমনভাবে তৈরী করতে হবে যেন যেকোনো চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবেলা করতে ভয় না পাই। তিনি আরও বলেন, আমাদের জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে হবে; আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে জীবনমান উন্নয়নের জন্য।

সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন-ড. আরোক টপ্য, ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ, লুক লোটাস চিসিম, বিসিএসএম প্রতিনিধি-সৈকত কাউরিয়া।

পরিশেষে, ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান এ প্রোগামে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং বিভিন্নভাবে আয়োজনে সাহায্য করার জন্য। এরপর ফাদারের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই সেমিনারের সমাপনী ঘোষণা করা হয়।

পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহে অভিভাবক দিবস উদ্‌যাপন

অন্নয় খ্রিস্টফার কস্তা: গত ২৮ ফেব্রুয়ারি- ১ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে দুইদিন ব্যাপী আনন্দের সাথে উদ্‌যাপন করা হয় "অভিভাবক দিবস ২০২৫। এবারের মূলভাব ছিল: "দায়িত্বশীল পিতামাতা আশার তীর্থ যাত্রী, আহ্বানের পথ প্রদর্শক"। সর্বমোট ৫০ জন পিতামাতার পদচারণায় পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ নারিন্দা, পরিণত হয় একটি আনন্দের মিলনমেলায়। প্রথম দিন বিকাল ৩ ঘটিকায় আনুষ্ঠানিকভাবে পিতামাতাদের প্রার্থীগৃহে বরণ করে নেওয়া হয়। সহকারী পরিচালক ব্রাদার প্রিন্স ম্যাকফিল্ড সিএসসি স্বাগত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে উপস্থিত অভিভাবকদের স্বাগতম জানান। এরপর মূলভাবের উপর ভিত্তি করে ব্রাদার সুবল লরেন্স সিএসসি সহভাগিতা করেন। তিনি তার সহভাগিতায় পিতা-মাতাদের আহ্বান করেন, তারা যেন মণ্ডলীতে আহ্বান বৃদ্ধিতে প্রত্যেকজন আদর্শ পথ প্রদর্শক হয়ে উঠেন। সহভাগিতার পরপরই অভিভাবকগণ পবিত্র ক্রুশ ব্রাদারদের দ্বারা পরিচালিত সেন্ট যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকায় অভিভাবকগণ শোভাযাত্রা ও প্রদীপ প্রজ্বালনে অংশগ্রহণ করেন। এরপর প্রার্থী ভাইদের পরিচালনায় পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করা হয় ও রাতের আহার শেষ করে প্রার্থী ভাইদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিন, সকালে প্রার্থনা ও নাস্তার পরে অভিভাবকদের উদ্দেশে সহভাগিতা রাখেন ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি, সংঘপ্রদেশ পাল, সাধু যোসেফ সংঘ প্রদেশ। তিনি পিতা-মাতাদের উৎসাহিত করেন ও প্রার্থীদের সচেতনভাবে দিক নির্দেশনা দানের বিষয়ে সহভাগিতা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ একটি মুহূর্ত ছিল যেখানে অভিভাবকগণ নিজেদের মধ্যে সন্তানদের বিষয়ে পরিচালকদের সাথে আলোচনা করেন এবং পরিচালকগণ অভিভাবকদের সাথে প্রার্থীদের বিষয়ে সহভাগিতা করেন এবং পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করে মত বিনিময় করেন। প্রার্থীগৃহের পরিচালক ব্রাদার শিমুল আন্দ্রেস রোজারিও সিএসসি উপস্থিত সকল অভিভাবক ও স্বজনদেরকে তাদের মূল্যবান সময় ও সহভাগিতার জন্য এবং হাউজের সকল ব্রাদার ও প্রার্থীদের অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ঢাকা শহরে কর্মরত বিউটিসিয়ানদের জন্য প্রায়শ্চিত্তকালীন প্রস্তুতি সেমিনার

ফাদার আলবার্ট রোজারিও: গত ১১ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে ও ঢাকা মহানগর আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সহযোগিতায় তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে ঢাকা শহরে বিউটি পার্লারে কর্মরত মেয়েদের জন্য জুবিলী বর্ষ ও পাস্কা পর্বের প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় ১৫০ জন বিউটিসিয়ান অংশগ্রহণ করে। সেমিনারের মূলসুর ছিল– "জুবিলী বর্ষ ও প্রায়শ্চিত্তকালের ডাক, পিতার কাছে ফিরে আসার আহ্বান"। প্রথমে উদ্বোধনী প্রার্থনা করা হয় এবং একই সঙ্গে পাপস্বীকার শোনা হয়। এরপরেই কয়েকজন গুণী ব্যক্তি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তাদের মধ্যে ছিলেন– খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান এডভোকেট জন গমেজ, ট্রাস্টি মৃগেন হাগিদক, সিডিআই-এর পরিচালক থিওফিল নিশারন নকরেক, ফাদার বিমল ও ফাদার আলবার্ট এবং স্বপ্না সহ দুইজন বিউটিশিয়ান। তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের মেয়েরা পার্লার বা কল-কারখানায় কাজ করছে। আমরা যেন এইসব মেয়েদের পালকীয় যত্নে আরো যত্নবান হই। বিউটিশিয়ানগণ তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। যেমন– নিরাপদ চলাচল ও পরিবেশের ব্যবস্থা করা, একটা হেলপ লাইনের ব্যবস্থা রাখা যেখানে গিয়ে মেয়েরা তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বলার সুযোগ পাবে এবং সার্বক্ষণিকভাবে একজন সিস্টারকে তাদের জন্য দেওয়া। শুভেচ্ছা বক্তব্য শেষ হলে টিফিনের জন্য সামান্য বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এ পর্বে ঢাকার যুব কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার প্রলয় ক্রুশ মুলসুরের উপর অনেক প্রাণবন্ত উপস্থাপনা রাখেন। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ। তাকে সহায়তা করেন ফাদার লেণার্ড, ফাদার প্রলয় ও ফাদার আলবার্ট। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার বলেন, তোমরা যেমন একজন মানুষকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দাও ঠিক একইভাবে নিজেদের অন্তরটাকেও সাজাতে হবে। শেষে দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে নারী শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সেমিনার

ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন সিএসসি: ইদানিং বাংলাদেশে বহু নারী শিশু ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, নারী শিশুদের সুরক্ষায় তেমন কোন জরুরী পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। শিশু নির্যাতনের কারণে পরিবারের সবাই অসহায় হয়ে পড়ে। কোন ধরণের প্রশাসনিক সহায়তা যে পরিবারের সদস্যরা নিবে সে সাহসও অনেকে করতে পারে না। ১০ মার্চ রাজশাহীর ক্যাথিড্রালের মুক্তিদাতা হাইস্কুলে ছাত্রীদের জন্য নারী শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারাণ্ডী এই কথা বলেন।

সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন সিএসসি। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে নারী শিশু নির্যাতনের হার আগে যেমন ছিলো এখনো তেমনি দেখা যাচ্ছে। বরং বর্তমানে এর চিত্র আরো ভয়াবহ। শিশুদের নিরাপত্তা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। কিন্তু পরিবারের অনেকের দ্বারাই নারী শিশু নিগৃহীত হচ্ছে। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনকে নারী শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

সেমিনারে মূলবক্তা মঞ্জু বিশ্বাস বলেন, নারী শিশুদের প্রতি শারীরিক নির্যাতনই একমাত্র নির্যাতন নয়। এর পাশাপাশি আরো নানা ধরণের নির্যাতন দেখা যায়। নারী শিশুদের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক যত্নে যদি কেউ অবহেলা করে সেটাও নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে। এই ধরণের নির্যাতন রোধ করতে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আন্ধারকোঠায় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গাব্রিয়েল ব্রাদারগণ

বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস: শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশে গাব্রিয়েল সম্প্রদায়ের ব্রাদারদের আগমন। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাদের এ লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্রাদারগণ বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে তথা রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে আসেন এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত নিত্য সাহায্যকারিণী মা মারীয়া আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীকে তারা বেছে নেন। তারই ধারাবাহিকতায় গত ০৯ মার্চ গাব্রিয়েল সম্প্রদায়ের দু'জন ব্রাদার ভারত থেকে আসেন আন্ধারকোঠায় তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশে।

তাদের আগমনকে ঘিরে ধর্মপল্লীতে একটি উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। রবিবার দিন সকাল বেলা ধর্মপল্লীর প্রধান গেটে তাদের বরণের আয়োজন করা হয়। শুরুতেই মাল-পাহাড়িয়া কৃষ্টিকে 'চুমানো', পা ধোয়ানো, মাল্যদানের মাধ্যমে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও ও ব্রাদারদের বরণ করে নেয় ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ। এরপর সকলে একসাথে খ্রিস্টযাগে যোগদান করে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তিনি তার উপদেশে বলেন, দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা যে বিশ্বাস লাভ করেছি তা যেন আমরা ভুলে না যাই, যদি তা করি তাহলে আমরা প্রকৃত খ্রিস্টান হতে পারবো না।

খ্রিস্টযাগের পরে, সকলের উদ্দেশে বিশপ মহোদয় বলেন, আমরা এখানে আমাদের খ্রিস্টভক্তের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করছি যেন আমাদের জনগণ সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে জীবনে উন্নতি করতে পারে। একজন ব্রাদার খুশি হয়ে বলেন, এইভাবে স্বগতম জানানোর জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি অত্যন্ত খুশি।

ফাদার প্রেমু রোজারিও উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রতিনিয়তই ঈশ্বর বিভিন্ন ভাবে তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ করে যাচ্ছেন, আর সেটার উদাহারণস্বরূপ আজকে আমরা আমাদের ধর্মপল্লীতে ব্রাদারদের পেয়েছি। ব্রাদারগণ আমাদের বেছে নিয়েছেন আমরা সত্যিই এ জন্য ভীষণ কৃতজ্ঞ।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2024-2025/844 Date: 17th March, 2025

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for a young, energetic, dynamic and self-motivated experienced **'Physician - General Medicine'** who will be able to oversee and settle the claims of our Health Care Scheme.

Key Job Responsibilities:

- Assessing and diagnosing patients (members/employees) based on their medical history, symptoms, and physical examination.
- Listening to patient concerns and providing appropriate medical advice and treatment options.
- Ordering and interpreting diagnostic tests (e.g. blood tests, imaging studies) to aid in diagnosis.
- Prescribing medications, therapies, and treatments.
- Developing and implementing treatment plans tailored to individual patient needs.
- Monitoring the progress of patients with chronic conditions or ongoing treatment plans.
- Adjusting treatment as necessary based on follow-up visits and patient feedback.
- Educating patients on their medical conditions, treatment options, lifestyle changes, and preventive measures.
- Answering patient queries and providing reassurance where needed.
- Referring patients to specialists for further investigations or treatment when required.
- Maintaining accurate and up-to-date medical records for each patient.
- Documenting all consultations, treatments, and follow-ups for legal and medical purposes.
- Collaborate with occupational health teams to assess workplace hazards and develop strategies for employee safety.
- Respond to medical emergencies, provide immediate care and coordinate with emergency medical services, if required.
- Diagnose and treat common ailments, such as respiratory infections, allergies, minor injuries and gastrointestinal disorders.
- Providing health education and counselling to employees on various topics, including nutrition, lifestyle modifications and stress management.
- Recognizing situations that require urgent attention and directing patients to the appropriate services.
- Monitor and manage chronic medical conditions, such as diabetes, hypertension and asthma, in collaboration with primary care providers.
- Providing preventive care such as vaccinations, screening tests, and advice on healthy lifestyle choices.

Educational Requirements:

- Bachelor of Medicine (MBBS).

Experience Requirements:

- Should have at least 2 years of experience in relevant field.
- The applicants should have experience in the following business area(s): Hospital, Diagnostic Centre, Clinic, Chamber

Additional Requirements:

- Computer experience: Windows systems, MS Word and MS Excel
- Conciseness with excellent sense of judgment
- Self-motivated & confident for taking independent initiatives to achieve organizational goals
- Basic knowledge of administrative work
- Fluency (writing, reading, speaking) in Bangla & English
- Logical thinking with capability to problem solve and to act decisively

Salary: As per organization policy

Time of Deployment: Immediate

Employment Category: Contractual (Part-time)
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by **30th March, 2025.** **Michael John Gomes** **Secretary - The CCCU Ltd., Dhaka**	**Chief Executive Officer** **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/

The position applied for should be written on top right corner.

বিজ্ঞ/৭৫/২৫

মহাপ্রয়াণে একযুগ

প্রয়াত জন বরুন ডি'কস্তা

জন্ম: ২৩ অক্টোবর, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৬ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
কোদালিয়া, হারবাইদ, গাজীপুর।

তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা, কে বলে আজ তুমি নেই। তুমি আছো মন বলে তাই।

দেখতে দেখতে একযুগ কেটে গেছে, তোমার আত্মা এখন স্বর্গে উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। তুমি শান্তিতে বিশ্রাম করো। তুমি আমাদের জীবনে আলো ছিলে, আর তুমি চলে গেলেও সেই আলো কখনো ম্লান হবে না।

তোমার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও মুখের হাসি, শিশুর মতো অমায়িক ব্যবহার, সহজ-সরল জীবন-যাপন আমাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রতিটি কাজের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দেয়। তোমার স্মৃতি ম্লান না হওয়া পর্যন্ত এবং জীবন চলে যাওয়া পর্যন্ত তুমি আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে আর তুমি আমাদের স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করবে।

তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায়
তোমার আদরের নাতি-নাতনি
তরী, তটিনী, তোরণ

বিজ্ঞ/৭৩/২৫

প্রয়াত বার্ণার্ড অমল রোজারিও
জন্ম: ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২২ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

স্বর্গরাজ্যে বাবার ১২তম জন্মবার্ষিকী

অতি প্রিয় বাবা,

ঈশ্বর তোমাকে তাঁর বাগানে কাজ করার জন্য ১২ বছর আগে আমাদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে গেছেন। আমরা ঈশ্বরের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ যে তোমার মতো এতো ভালো, আদর্শ এবং সৎ বাবা পেয়েছি। আমরা ছয় ভাই-বোন (পাঁচ বোন-এক ভাই) এখনও তোমায় খুব অনুভব করি। মনে হয় তুমি আমাদের আশেপাশেই আছো এবং সঠিক পথে পরিচালনা দান করছো। তোমার আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা এখনও আমরা মিস্ করি, তোমাকে ভুলতে পারিনা, কখনও ভুলবার নয়। তোমার নাতি-নাতনীরাও তোমাকে খুব মনে করে। আর মা তো আরও বেশি মিস্ করে। তোমার বড় সন্তান হিসেবে আমি তোমার কাছ থেকে যে আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছি সেজন্য নিজেকে অনেক ভাগ্যবতী মনে হয়। বিশেষ করে আমার বিয়ের দিন যখন আশীর্বাদ দিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় দিয়ে গীর্জায় নিয়ে যাচ্ছিল তখন তুমি আমার রিথভেইল সরিয়ে তোমার ভালোবাসার চিহ্নসরূপ যে চুমু একেঁ দিয়েছিলে তা ভুলবার নয়, এখনও ঐ স্পর্শ আমি অনুভব করতে পারি এবং এটি আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ মুহূর্তও।

বাবা, তুমি শুধু আমাদের বাবা-ই ছিলেনা, ছিলে একজন বন্ধু ও পথ প্রদর্শক। তোমার আদর, স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা, শিক্ষা আমাদের জীবনের অনুপ্রেরণা ও পাথেয় হয়ে আছে। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো, যেন তোমার রেখে যাওয়া আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে পারি। পিতা ঈশ্বরের নিকট তোমার আত্মার স্বর্গসুখ ও চিরশান্তি কামনা করি ।

তোমার প্রিয়জন
স্ত্রী অর্চনা রোজারিও এবং ছেলেমেয়েরা
কল্যাণী, সি: হিমানী RNDM, লাবণী, হৃদয়, মাধুরী, সি: পূর্ণিতা RNDM
(তিন মেয়ে-জামাই, পুত্রবধু ও সাত নাতি- দুই নাতনী)

বিজ্ঞ/৭৪/২৫

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ১১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 11
Regd. No. DA-33
❖ 23 - 29 March, 2025, ৯ - ১৫ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

দি ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইয়াং মেনস্ খ্রীষ্টিয়ান এসোসিয়েশনস্ অব বাংলাদেশ
The National Council of Young Men's Christian Associations of Bangladesh

Job Advertisement: National General Secretary

Are you a passionate and dynamic leader with a vision to inspire and empower communities?

The National Council of YMCAs of Bangladesh is seeking a dedicated and visionary individual to join us as the **National General Secretary**. This is a unique opportunity to lead one of the most respected youth-focused organizations in the country and make a lasting impact on society.

Position: National General Secretary
Location: YMCA International House, B-2, Jaleswar, Radio Colony, Savar, Dhaka-1343, Bangladesh (however, frequent travel across the country will be necessary to support local YMCAs)
Application Deadline: 15/04/2025
Key Responsibilities:

- Provide strategic leadership and direction to the National Council of YMCAs of Bangladesh.
- Oversee the planning, implementation and evaluation of programs and initiatives aligned with the YMCA's mission and values.
- Foster partnerships with stakeholders, donors, and government agencies to advance the organization's goals.
- Ensure effective governance, financial management, and operational efficiency.
- Represent the YMCA at national and international forums.

Qualifications and Requirements:

- Minimum educational qualification: Graduate degree (higher degrees preferred).
- Proven leadership experience, preferably within the YMCA movement or similar organizations.
- Strong commitment to the values and mission of the YMCA.
- Excellent communication, organizational, and interpersonal skills.
- Ability to work collaboratively with diverse teams and communities.
- Strong analytical skills with the ability to detect and report inconsistencies.

Preferred Candidates:

- **YMCA professionals or volunteer leaders** will be given preference.
- Experienced professional with a proven track record of serving as a CEO/ COO in a similar organization for at least 5 years.
- Age between **35-50 years**.

Salary: Negotiable, based on qualifications and experience.

How to Apply:
Interested candidates are invited to submit their **CV**, a **cover letter**, and **contact details of two professional references** to ncyb@agni.com by 15/04/2025. Only short-listed candidates will be invited for an interview on May 05-06, 2025. No TA or DA will be provided for the interview.

The YMCA is an equal opportunity employer. We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees. Join us in our mission to empower young people and build stronger communities. Together, we can create a better future for all!

Marshia Mili Gomes
President, Bangladesh YMCA
National Council of YMCAs of Bangladesh
'Inspiring Youth, Transforming Communities'

Contact Address: YMCA International House, B-2, Jaleswar, Radio Colony, Savar, Dhaka-1343, Email: ncyb@agni.com

1/1 Pioneer Road, Kakrail, Ramna, GPO Box-2708, Dhaka-1000, Bangladesh.
Mobile: +88 01711 538007, Email: ncyb@agni.com www.ymcabangladesh.org
YMCA International House: B-2, Jaleswar, PATC, Radio Colony, Savar, Dhaka-1343. Mobile: +88 01309 010840, +88 01309 010841

FOR THE FULLNESS OF LIFE FOR ALL CREATION.

বিজ্ঞ/৭১/২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org